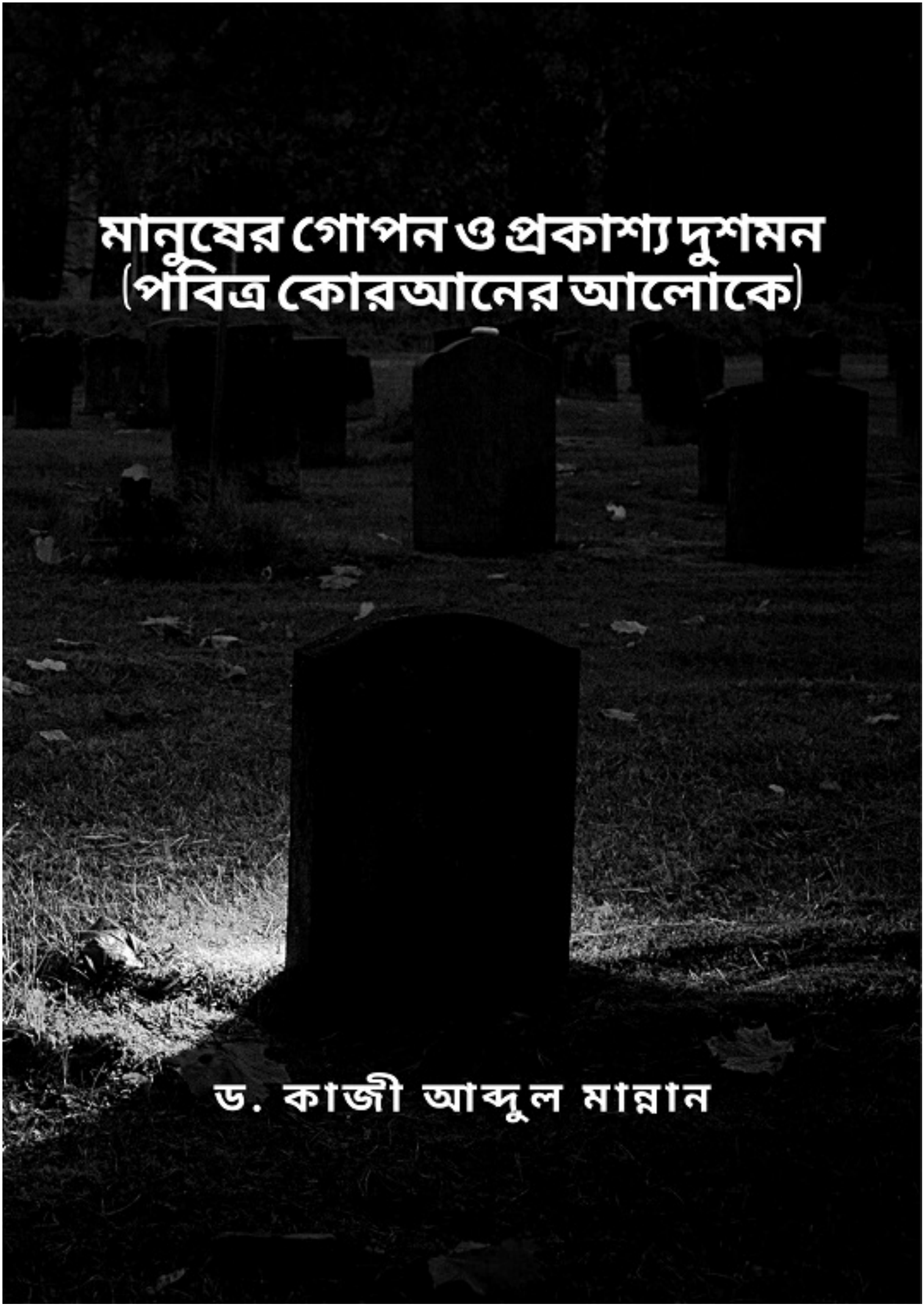

মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য দুশমন
(পবিত্র কোরআনের আলোকে)

ড. কাজী আব্দুল মান্নান

মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য দুশমন

(পবিত্র কোরআনের আলোকে)

ড. কাজী আব্দুল মান্নান

প্রকাশক
কে এম এফ পাবলিশার্স
উত্তরা, ঢাকা ১২৩০, বাংলাদেশ

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ ও কম্পিউটার কম্পোজ
কে এম এফ সাইবার সলিউশন্স
উত্তরা, ঢাকা -১২৩০

এই বইটি সংকলনে পবিত্র কোরআনের তিনটি বাংলা এবং একটি ইংরেজি অনুবাদ গ্রহণ করা হয়েছে https://www.hadithbd.com/ এর নীতিমালা অনুসরণ করে। এই বইটি শুধুমাত্র প্রচারের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সবার প্রবেশাধিকার (Open Access) সুবিধা রয়েছে। অতএব ডাউনলোড ও শেয়ার করার ক্ষেত্রে কোন ধরণের প্রতিবন্ধকতা নেই।

ISBN: 978-984-35-3505-4

978-984-35-3505-4

978-984-35-3505-4

Citation:

Mannan, K. A. (2022). মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য দুশমন: পবিত্র কোরআনের আলোকে (Human's Hidden and Open Enemies: In the Light of the Holy Qur'an). KMF Publishers, Dhaka, Bangladesh. ISBN: 978-984-35-3505-4. **https://doi.org/10.5281/zenodo.7863790**

মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য দুশমন

(পবিত্র কোরআনের আলোকে)

পটভূমি

সৌদি আরবের জাতীয় পতাকায় লেখা রয়েছে,

لا اله إلا الله محمد رسول الله (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ) এর অর্থ (আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই, মুহাম্মদ সা. তাঁর রাসুল) এবং সাথে রয়েছে তরবারির প্রতীক। একটি দেশ তার জাতীয় পতাকা নিজের মত করে রচিত করবে, সেখানে আমার কোন আলোচনা, সমালোচনা ও মন্তব্য নেই। কিন্ত যখন আমাকে শিখানো হলো, এটা হলো কালিমায়ে তাইয়েবা (মহা পবিত্র বাক্য)। ইসলামে প্রবেশের একমাত্র দরজা। প্রশ্ন আমার তখন-ই, আমি কোরআনের কোথাও لا اله إلا الله محمد رسول الله সম্পূর্ণ বাক্য পাই নাই, অর্থাৎ নেই। যদিও لا اله إلا الله মোট ৩৭ বার উল্লেখ রয়েছে। তরবারি (السيف) শব্দটিও পবিত্র কোরআনের কোথাও ব্যবহার করা হয় নাই। আমি নবী (সঃ) আল্লাহর প্রেরিত এবং নবীদের সিলমোহর হিসাবে কোরআন যে ভাবে বলেছেন, সে ভাবেই মনে-প্রাণে বিশ্বাস ও স্বীকার করি। কারো ভিত্তিহীন ও আবেগ তাড়িত হয়ে গল্প, কল্পকাহিনী ও আল-কোরআনে প্রণীত সাক্ষ্য আইনের নীতিমালা ছাড়া প্রমাণিত কোন কথা ছাড়া, আর কারো কথা বিশ্বাস করি না। আমাকে তা বিশ্বাস করতে হবে, তার কোন যুক্তি, বিবেক, ও গবেষণা নেই।

সৌদি আরব তার জাতীয় পতাকায় محمد رسول الله একত্রিত করে তাদের শ্লোগান হলে কোন কথা ছিল না। পবিত্র কোরআন বহির্ভূত এই বাক্যটির পিছনে রয়েছে যে ভিত্তি, তা শুধু নিতান্ত দুর্বল-ই নয় বরং পবিত্র

কোরআনের সাথে সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ যে দুটি ভিত্তিহীন তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ কোরআন বিরোধী। প্রথমত আদম (আঃ) যে দোয়া পড়েছেন তা মহান আল্লাহ আমাদের জন্য কোড করে দিয়েছেন **['হে আমাদের রব, আমরা নিজদের উপর যুলম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব'।]**[১] অর্থাৎ যে গল্প আদম(আঃ) নিয়ে তৈরি করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দ্বিতীয়তঃ মেরাজ সম্পর্কিত **"পবিত্র ও মহীয়ান তিনি যিনি তাঁর বান্দাহকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছেন মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত, যার চারপাশকে আমি কল্যাণময় করেছি। তাকে আমার নিদর্শনাবলী দেখানোর জন্য, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"**[২] সীমানা আল্লাহ আমাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়ার পরও, যারা সীমানা কমবেশি করবে, তার দায়ভার তাদের। অথচ সূরা নাজমের ১১-১৮ আয়াতের ব্যাখ্যা পিছনের ১-১০ প্রেক্ষাপট বাদ দিয়ে যা রচনা করেছেন, তা ইসলামের মূলভিত্তি সালাত (নামাজ) থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায়, তা কতটুকু বানোয়াট।

মহান আল্লাহ পতাকায় উল্লেখিত বাক্যটি আমাদের ঈমান ও ইসলাম গ্রহণের জন্য তৈরি করে দেন নাই। বরং তিনি বলে দিলেন **"তোমরা বল, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর ও যা নাযিল করা হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের সন্তানদের উপর আর যা প্রদান করা হয়েছে মূসা ও ঈসাকে এবং যা প্রদান করা হয়েছে তাদের রবের পক্ষ হতে নবীগণকে। আমরা তাদের কারো মধ্যে তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত'।**[৩] পুনরায় **"বল, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং**

[১] [(৭:২৩) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত:২৩]

[২] [(১৭:১) সূরাঃ আল-ইসরা (বনী-ইসরাঈল), আয়াত:১]

[৩] [(২:১৩৬) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:১৩৬]

যা নাযিল করা হয়েছে আমাদের উপর, আর যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাদের সন্তানদের উপর। আর যা দেয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে তাদের রবের পক্ষ থেকে, আমরা তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আমরা তারই প্রতি আত্মসমর্পণকারী'।[৪] অর্থাৎ আমাদের কোন ক্ষমতা নেই নবীগনদের মধ্যে তারতম্য/পার্থক্য করার। কোন ধরণের বিভ্রান্তি নেই নবী (সঃ) এর কথা আল্লাহ বলেছেন এভাবে, **"আর যারা ঈমান আনে তাতে, যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং যা তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছে। আর আখিরাতের প্রতি তারা ইয়াকীন রাখে।"**[৫] অর্থাৎ পতাকার বাক্যটি আমাদের ঈমানের বাক্য হতে পারে না। তা অবশ্যই আল্লাহ আমাদের পবিত্র কোরআনে যেভাবে বলতে এবং রাখতে বলেছেন, সেই অনুসারেই হবে। কারো **মনোমুগ্ধকর কথা**[৬], তা যত ভাল ও সুন্দর আমাদের মনে হয়, তা হতে পারে না ঈমানের পথ।

আল্লাহ মানুষ সৃষ্টির সাথে সাথেই তৈরি হয়ে গেল তার **প্রকাশ্য শত্রু**[৭] শয়তান। এই শয়তান সৃষ্টি হয়েছে বলেই কিয়ামত সংগঠিত হবে। তাই মানুষ ও শয়তান সৃষ্টি থেকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত মহান আল্লাহ আমাদের তার সম্পর্কে যাবতীয় বিষয়গুলি খুব খোলামেলা ও পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরেছেন, যেন আমরা সতর্কতা লাভ করতে পারি। যদিও বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পবিত্র কোরআনে বর্ণিত শয়তান অনেকটাই হাস্যকর একটি বিষয় হিসাবে বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী মনে করেন। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, শয়তান সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যে অনুভূতি জন্মেছে, তা হচ্ছে অন্ধকার যেমন মানসিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন

[৪] [(৩:৮৪) সূরাঃ আলে-ইমরান, আয়াত:৮৪]
[৫] [(২:৪) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:৪]
[৬] [(৬:১১২) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত:১১২]
[৭] [(২:২০৮) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:২০৮]

রূপকথার গল্প, এমনকি বিনোদনের মাধ্যমও এই ক্ষেত্রে অনেক প্রভাব বিস্তার করে দিয়েছে। তাই প্রকৃত শয়তান সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা দিন দিন বেড়েই চলছে।

এই সেই ইবলীস আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ) এর সাথে অহংকার করে, আল্লাহ থেকে বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে মানুষকে আল্লাহর সরল পথ থেকে সরিয়ে জাহান্নামের অধিবাসীর করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমাদের প্রকাশ্য শত্রু হিসাবে সহ অবস্থান করছে। তার সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন ও সাবধান হতে না পারলে, আমাদের চূড়ান্ত ফলাফল জাহান্নামই নির্ধারিত হয়ে যাবে। কোথায় পাব সেই জ্ঞান? একমাত্র পবিত্র কোরআন ছাড়া অন্য কাছ থেকে নিতে গিয়ে আমরা হব চূড়ান্ত বিভ্রান্ত। এই বইটির আমি লেখক নই, আমি শুধুমাত্র পবিত্র কোরআনের আয়াতগুলি তুলে ধরেছি, তিনটি বাংলা ও একটি ইংলিশ অনুবাদ নিয়ে যেন আমরা ভালভাবে শয়তান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তাকে সঠিক ভাবে চিহ্নিত করতে পারি। পবিত্র কোরআনকে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণার তাগিদ মহান আল্লাহ এই মহান গ্রন্থের একশত (১০০) আয়াতেরও বেশি যায়গায় বলেছেন। তাই আমাদের এই প্রকাশ্য শত্রু সম্পর্কে জানতে হলে অবশ্যই মনোযোগ ও সতর্কতার সাথে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভেবে দেখতে হবে। আমি নিজে মানুষ শয়তান হয়ে গেলাম কি না? অথবা শয়তানের ইবাদত করছি কি না? শয়তানকে অভিভাবক, বন্ধু, সাথী, সহযোগী ইত্যাদি বিশেষণে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম কি না?

পবিত্র কোরআনের মোট নব্বই (৯০)-টি আয়াতে সরাসরি এই জাত সম্পর্কে বুঝাতে আমাদের সামনে **১৬১** বার উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে **ইবলীস** (প্রথম শয়তান, যে জিন জাতি) হিসাবে তিন (৩) বার, **খান্নাস** (আত্মগোপনকারী) এক (১) বার, এক বচনে **শয়তান** বাষট্টি (৬২) বার, এক বচনে শয়তানকে সর্বনামে (আমি, তোমার, সে, তার, তাকে ইত্যাদি) পঞ্চাশ (৫০) বার, বহুবচনে স্বনামে **শয়তানরা** (শয়তানদের) এগারো

(১১) বার, বহুবচনে সর্বনামে (এদের, তার বংশকে, তারা, তার দল বল, তার বন্ধুদের, তার সহচরবৃন্দ ইত্যাদি) রয়েছে ত্রিশ (৩০) বার, অন্যান্য নামে যেমন **তাগূত** হিসাবে তিন (৩) বার এবং **জিবত** এক (১) বার রয়েছে। এখানে উল্লেখ যে ইবলীস, খান্নাস, শয়তান, শয়তানরা, তাগূত এবং জিবত এর সংখ্যার বিভ্রান্তি না থাকলেও সর্বনামের ক্ষেত্রে সংখ্যাগুলি পরিবর্তন হতে পারে, বিশেষ করে ভাষাগত অনুবাদের কারণে।

যদিও এই নব্বইটি আয়াতের **১৬১**টি বারের শয়তানই একমাত্র শয়তান নয়। পবিত্র কোরআনের অন্যান্য আয়াতের মধ্যে রয়েছে অজশ্র শয়তান। শুধুমাত্র এই আয়াতগুলি বিশ্লেষণ করে যে ৯৪টি চলক সমূহ (variables) তুলে ধরেছি, তা আমাদের আগামী দিনের চিন্তা ও গবেষণার সহযোগিতা করবে বলে বিশ্বাস করি। এর এক একটি চলকের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে আরো অনেক আয়াত, যেখানে সরাসরি শয়তান হিসাবে উল্লেখ না থাকলেও, আমাকে এই চলকের মাধ্যমেই বুঝিয়ে ও চিনিয়ে দিচ্ছে আসল শয়তানের রূপ। যেমন **শয়তান কুফরি করার নির্দেশ দেয়**[৮], তাই যারা কুফরী কাজ করে তারা শয়তানেরই অনুসারী। এই নিয়ে আমার মত সাধারণ মানুষেরও কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কুফরী কাজ কি? অজশ্র আয়াত রয়েছে কুফরী কাজ সম্পর্কে, যেমন ধরুন **'আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সে অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না তারাই কাফির।**[৯]। এই আয়াতের পরেই ৪৫ আয়াতে রয়েছে 'তারা যালেম' (فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ) এবং ৪৭ আয়াতে রয়েছে, 'তারা ফাসেক' (فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ)। একই অপরাধের তিন রকম পরিণতি : কাফের, যালেম ও ফাসেক। অর্থাৎ তারা আল্লাহর বিধানকে অমান্য করে এবং শয়তানের নির্দেশ মানে। তাই আমাদের অবশ্যই

[8] [(৫৯:১৬) সূরাঃ আল-হাশর, আয়াত:১৬]

[9] [(৫:৪৪) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত:৪৪]

জানতে হবে ছোটখাট থেকে বড় ধরণের বিচার ফায়সালায় আল্লাহর বিধান কি? এই ক্ষেত্রে আমরা কোন ভাবেই শুধুমাত্র পেশাগত ব্যক্তিগণের উপর দোষ চাপিয়ে নিজের দায়িত্ব থেকে সরে যেতে পারবো না।

আবার ধরুন **শয়তানের আহার**[১০] এই চলকটির এখানে শয়তানসহ উল্লেখ করলেও, এ ছাড়া বাকি সকল আহার আমাদের জন্য হালাল হয়ে যাবে না। আল্লাহ এই সকল আয়াতে আমাদের শয়তান সম্পর্কে একটি পরিষ্কার জ্ঞান দিয়েছেন, যেন আমারা তার যাবতীয় কৌশল ও অভিসন্ধি বুঝতে পারি। **হারাম ভক্ষণে ছুটোছুটি**[১১] বুঝতে হলে খুব সহজেই বুঝতে পারি যে, আল্লাহ নিষিদ্ধ কোন খাবার আমরা খেতে পারবো না। যদি একে খাবারের ক্ষেত্রে আল্লাহর আইন বলি, তাহলে সূরা আল-মায়েদার তিন (৩) আয়াতে যে লিষ্ট এবং আরো যে সকল যায়গায় হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা ভক্ষণ করার নির্দেশ ও পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য উভয় শয়তানতো তার সমস্ত কৌশল অবলম্বন অবশ্যই করবে। অর্থাৎ এই হারাম খাবার গুলি খাওয়ার জন্য শয়তানের একাধিক চলক মুমিনদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে যেমন **কুমন্ত্রণা**[১২], **প্রতারণা**[১৩], **মনোমুগ্ধকর কথা**[১৪], **ধোকাপূর্ণ কথা**[১৫], **ঈমানদার পরিচয়**[১৬] ইত্যাদির সংমিশ্রনে।

আমরা জানি যে, পবিত্র আল-কোরআন হচ্ছে আরবী ভাষায় রচিত। যার কতিপয় আয়াত (মুহকাম) মৌলিক-সুস্পষ্ট অর্থবোধক, এগুলো হল কিতাবের মূল আর অন্যগুলো (মুতাশাবিহ) পুরোপুরি স্পষ্ট নয়, **"অথচ**

---

[১০] [(৬:১২১) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত:১২১]
[১১] [(৫: ৬২) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত:৬২]
[১২] [(২০:১২০) সূরাঃ ত্ব-হা, আয়াত:১২০]
[১৩] [(৭:২২) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত:২২]
[১৪] [(৬:১১২) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত:১১২]
[১৫] [(৬:১১২) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত:১১২]
[১৬] [(২:১৪) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:১৪]

আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না"[১৭]। কিন্তু সেই সকল আয়াতের ব্যাখ্যা মানুষের দিতেই হবে। এই ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমাদের সামনে **সত্যিকার ঈমানদার পরিচয়**[১৮], **সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী রূপে**[১৯], **শয়তানের ইবাদাত**[২০] হিসাবে অর্থাৎ **কোরআনকে আংশিক অনুসরণের পথ দেখায়**[২১], যা একমাত্র শয়তানের পদাংঙ্ক। এই ২০২২ সাল পর্যন্ত ইসলামের নামেই প্রায় ষাট (৬০,০০০) হাজারের অধিক প্রন্থ রচনা রয়েছে এবং চলছে মাল্টিন্যাশনাল প্রেসে নতুন নতুন প্রকাশনা ও দিন রাত প্রচার প্রচারণা। এমনকি কি শয়তান ভুয়া নবী ও রাসূল হিসাবেও ইতিমধ্যে আমাদের সামনে অনেক ব্যক্তিকে, অনেক গোষ্ঠীর সামনে প্রতিষ্ঠিত করেও দিয়েছেন। তারা কিন্তু ইসলামের নামেই বলে যাচ্ছেন এবং পালন করছেন। কিছু কিছু ব্যক্তির মর্যাদা আল্লাহ প্রেরিত নবী ও রাসূলগণের চেয়েও বেশি বানিয়ে নিয়েছেন ।

"আর জীবিত ও মৃতও সমান নয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন শোনান; যারা ক্ববরে আছে তুমি তাদেরকে শোনাতে পার না।"[২২] আল্লাহর দেয়া এই সহজ বাক্যটি নিয়ে হাজারো বিভ্রান্তি করে ইতিমধ্যে অনেক মহা মহা গ্রন্থ রচিত হয়ে হয়েছে এবং চলছে । কবরগুলির আলোকসজ্জা দিন দিন বেড়েই চলছে। কারো কারো দাবি তারা শুধু শোনেন-ই না, তাদের সাথে কথাও বলেন, দুনিয়ার জীবনে ঘটে যাওয়া, বলে যাওয়া, করে যাওয়া সকল কথা শুনিয়ে দেন এবং এমনকি ধর্মীয় বিধান বলে দেন। অথচ এই "তুমি" সর্বনাম নবী (স) ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তিনি পারেন নাই কথা শুনাতে, তেমনি "তুমি" সর্বনাম আমার ক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহে শতভাগ সত্য,

---

[১৭] [(৩:৭) সূরাঃ আলে-ইমরান, আয়াত:৭]
[১৮] [(২:১৪) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:১৪]
[১৯] [(৭:২১) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত:২১]
[২০] [(১৯:৪৪) সূরাঃ মারইয়াম, আয়াত:৪৪]
[২১] [(২:২০৮)) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:২০৮]
[২২] [(৩৫:২২) সূরাঃ ফাতির, আয়াত:২২]

তাই আমি পারি না, পারবোও না। একমাত্র শয়তান-ই পারবে শোনাতে এবং শুনতে, সাথে সাথে **গভীর ষড়যন্ত্র করে**[২৩] **জাহান্নামের সাথী হওয়ার আমন্ত্রণ**[২৪] জানিয়ে, **কিয়ামতের দিন নিজের দোষ অস্বীকার**[২৫] করে, **আমার নিজের উপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে**[২৬], **জাহান্নামের চারপাশে নতজানু অবস্থায়**[২৭] থাকবে। আর আমার জন্য আল্লাহ লিখে দিয়েছেন **'হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান থাকত' সুতরাং কতইনা নিকৃষ্ট সে সঙ্গী!**[২৮]

মহান আল্লাহ আমাদেরকে স্পষ্ট করে দিলেন শয়তান দুই প্রকার এবং তারা হচ্ছে **মানুষ ও জিন**[২৯]**।** জিন জাতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আমাদের জন্য অদৃশ্যমান, এমনকি এদের সম্পর্কে আমরা ঠিক ততটুকুই জানি যা আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন। এর চেয়ে বেশি জানতে গিয়ে হয়ত আমরা মানুষ শয়তানের সুন্দর সুন্দর লেখাতে বিশ্বাসী হয়ে দিন শেষে তাদের অনুসারী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এই ৯৪টি চলকের দিকে তাকালে আমরা প্রায় সবগুলি চলক মানুষ শয়তানের মধ্যেই দেখতে পাব।

দেখুন পবিত্র কোরআন আমাদের নারীদের কি জানিয়ে দিল **"আর স্মরণ কর, যখন ফেরেশতারা বলল, 'হে মারইয়াম, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন ও পবিত্র করেছেন এবং নির্বাচিত করেছেন তোমাকে বিশ্বজগতের নারীদের উপর'। হে মারইয়াম, তোমার রবের জন্য অনুগত**

---

[২৩] [(১২:৫) সূরাঃ ইউসুফ, আয়াত:৫]
[২৪] [(৩৫:৬) সূরাঃ ফাতির, আয়াত:৬]
[২৫] [(১৪:২২) সূরাঃ ইবরাহীম, আয়াত:২২]
[২৬] [(৫০:২৭) সূরাঃ কাফ, আয়াত:২৭]
[২৭] [(১৯:৬৮) সূরাঃ মারইয়াম, আয়াত:৬৮]
[২৮] [(৪৩:৩৮) সূরাঃ আয-যুখরুফ, আয়াত:৩৮]
[২৯] [(৬:১১২) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত:১১২]

হও। আর সিজদা কর এবং রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর'।[৩০] অথচ প্রচলিত শয়তানি রচনাগুলি কি ভিন্ন ভিন্ন নাম ব্যবহার করে মারইয়াম (আঃ) এর পরিবর্তে অন্য নামের মহিলাগণকে নিয়ে আসেন নাই, যাদের নামের অস্তিত পবিত্র কোরআনের একটি অক্ষরেও নেই। পবিত্র কোরআন আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন মারইয়াম (আঃ) একাধিক বার ওহী এসেছে এবং বিশ্বজগতের নারীদের জন্য অনুকরণীয় করে দিয়েছেন সিজদা এবং রুকূ করার বিধান সহ।

নবী ও রাসূলগণের পিতা-মাতা, স্ত্রী-কন্যা ও পরিবার সম্পর্কে আল্লাহ আমাদের যেটুকু জানিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি জানার উৎস হিসাবে কখনও শয়তানের কাল্পনিক রচনাকে প্রাধান্য দেয়ার বিধান আল্লাহ দেন নাই। তাই তিনি আমাদের জানিয়ে দিলেন **"যারা কুফরি করে তাদের জন্য আল্লাহ নূহের স্ত্রীর ও লূতের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করেন; তারা আমার বান্দাদের মধ্য হতে দু'জন সৎবান্দার অধীনে ছিল, কিন্তু তারা উভয়ে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, অতঃপর আল্লাহর আযাব হতে রক্ষায় নূহ ও লূত তাদের কোন কাজে আসেনি। বলা হল, 'তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ কর।'**[৩১] আমাদেরকে এই কথাও জানিয়ে দিলেন **"হে নবী, আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি কামনায় তুমি কেন তা হারাম করছ? আর আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"**[৩২] এখানে মূল কথা হচ্ছে যে সকল নাম আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দেন নাই। বরং সতর্ক হিসাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন । তা আমারদের কাছে যে উৎস থেকেই আসুক না কেন, জানার জন্য জেনে নিতে পারি, কিন্ত বিশ্বাস করার অবকাশ নেই।

---

[৩০] [(৩:৪৩) সূরাঃ আলে-ইমরান, আয়াত:৪২-৪৩]

[৩১] [(৬৬:১০) সূরাঃ আত-তাহরীম, আয়াত:১০]

[৩২] [(৬৬:১) সূরাঃ আত-তাহরীম, আয়াত:১]

আমরা যদি পবিত্র কোরআনের সাক্ষ্য আইনের কিছু বিধান দেখি **"তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর ঋণের লেন-দেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে। .....আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখ। অতঃপর যদি তারা উভয়ে পুরুষ না হয়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী- যাদেরকে তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ কর। যাতে তাদের (নারীদের) একজন ভুল করলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেয়।"**[৩৩] এতিমদের ক্ষেত্রে **"নিকট সোপর্দ করবে তখন তাদের উপর তোমরা সাক্ষী রাখবে।"**[৩৪] আবার **"আর তোমাদের নারীদের মধ্য থেকে যারা ব্যভিচার করে, তোমরা তাদের উপর তোমাদের মধ্য থেকে চার জন সাক্ষী উপস্থিত কর।"**[৩৫] তাছাড়াও **"ওসিয়তকালে তোমাদের মাঝে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সাক্ষী হবে:,**[৩৬] আবার সাক্ষী উপস্থিত না করতে পারলে শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে, **"আর যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে না, তবে তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত কর এবং তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসিক।"**[৩৭] অতএব আমরা ধর্মের নামে যে সকল কথাগুলি শুনে আসছি, তা কি কোন ভাবে এই ধরণের সাক্ষী ও প্রমানের মাধ্যমে বলে থাকে?

এমনকি স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে আল্লাহ আমাদের জন্য কত সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করলেন **"আর যারা নিজদের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অথচ নিজেরা ছাড়া তাদের আর কোন সাক্ষী নেই, তাহলে তাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য হবে আল্লাহর নামে চারবার সাক্ষ্য দেবে যে, সে নিশ্চয়ই**

---

[৩৩] [(২:২৮২) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত:২৮২]
[৩৪] [(৪:৬) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত:৬]
[৩৫] [(৪:১৫) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত:১৫]
[৩৬] [(৫:১০৬) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত:১০৬]
[৩৭] [(২৪:৪) সূরাঃ আন-নূর, আয়াত:৪]

সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। আর পঞ্চমবারে সাক্ষ্য দেবে যে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয়, তবে নিশ্চয় তার উপর আল্লাহর লা'নত। আর তারা স্ত্রীলোকটি থেকে শাস্তি রহিত করবে, যদি সে আল্লাহর নামে চারবার সাক্ষ্য দেয় যে, নিশ্চয় তার স্বামী মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত। আর পঞ্চমবারে সাক্ষ্য দেবে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয়, তবে নিশ্চয় তার উপর আল্লাহর গযব।"[৩৮] আল্লাহ সাক্ষ্য আইনের দেওয়ানি ও ফৌজদারি নীতিমালাগুলি দিয়ে রেখেছেন আর আমাদের পবিত্র কোরআন নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করতে বলেছেন অনেক বার। আমাদের মনে প্রাণে নবী (সঃ), তার পরিবার, জীবন প্রণালী, আদেশ, নির্দেশ এমন কি অন্যান্য নবী ও রাসূল সম্পর্কে যে সকল কল্প কাহিনী শিখে, শুনে, বলে এবং পালন করে আসছি, তা কি আল্লাহর দেয়া সাক্ষ্য আইনে গ্রহনযোগ্য? দেখুন উপরের বিচারটি দুনিয়ার আদালতে খারিজ হয়ে চূড়ান্ত বিচার দিনের অপেক্ষায় রইল। এই ধরণের ঘটনায় দুটি সত্য বা দুটি মিথ্যা হতে পারে না। একজন কিন্তু আল্লাহর কসম করেও মিথ্যা বলতে পারে।

মহান আল্লাহ আমাদের জানিয়েছেন **"বল, 'তোমাদের সাক্ষীদেরকে নিয়ে আস, যারা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ এটি হারাম করেছেন' ।অতএব যদি তারা সাক্ষ্য দেয়, তবে তুমি তাদের সাথে সাক্ষ্য দিয়ো না।**"[৩৯] এই ধরণের রটনা ও ঘটনা ঘটবে বলেই আল্লাহ বলেছেন **"যারা আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা রটনা করে, তাদের চেয়ে অধিক যালিম কে? তাদেরকে তাদের রবের সামনে উপস্থিত করা হবে এবং সাক্ষীগণ বলবে, 'এরাই তাদের রবের ব্যাপারে মিথ্যারোপ করেছিল'। সাবধান, যালিমদের উপর আল্লাহর লা'নত।"**[৪০] আমরা যে সকল রূপকথার গল্প ও কাহিনীকে নিজের জ্ঞান, ধর্ম ও কর্ম ইত্যাদি হিসাবে মেনে নিচ্ছি, তা কি কখনও আল্লাহর প্রদত্ত

---

[৩৮] [(২৪:৬-৯) সূরাঃ আন-নূর, আয়াত:৬-৯]

[৩৯] [(৬:১৫০) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত:১৫০]

[৪০] [(১১:১৮) সূরাঃ হূদ, আয়াত:১৮]

সাক্ষ্য আইনের মাপকাঠিতে মেপে দেখেছি? যেহেতু ভুয়া নবী ও রাসূল এই সকল কিতাবীরাই সৃষ্টি করেছে। তাই কাউকে নবী ও রাসূল হিসাবে মনের মধ্যে গেথে নিতে হলে, যে সকল প্রকার কথা ও প্রচারণা আমাদের মনের মধ্যে নিজের অজান্তেই সংরক্ষণ করে দেয়া হয়েছে, তা মুছে নিয়েই পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করা জরুরি। সেই সকল শয়তান থেকে আল্লাহ বলেছেন **"আর যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা কখনো তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।"**[৪১]

পবিত্র কোরআনে একমাত্র নারী মারইয়াম (আঃ) ছাড়া আর কোন নারীর নামই নেই। পবিত্র কোরআনে মারইয়াম (আঃ) এর নামে সূরাঃ ১৯, মারইয়াম-ও রয়েছে। যাকে তামাম দুনিয়ার নারীদের জন্য অনুসরণীয় করেছেন। বাকি যে সকল নারীগণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা কিন্তু অন্য পুরুষের পরিচয়ে, যেমন নবীগণের মা, বোন এবং স্ত্রী, এমনকি জাহান্নামী পুরুষদের নামের সাথেও ভাল ও মন্দ উভয়ভাবেই এসেছে। অথচ আমরা আদম (আঃ) স্ত্রী "হাওয়া" সহ প্রায় সকলের নাম এবং তার সাথে যে সকল গল্প ও কাহিনী পেলাম তার সঠিক উৎস রয়েছে কি? প্রকৃত অর্থে আমাদের সেই নামগুলি কি জানার কোন প্রয়োজন রয়েছে? আল্লাহ বা কোন নবী ও রাসূল কি আমাদের সেই নাম গুলি জানতে বলেছেন বা জানিয়েছেন? এমন অনেক নামের পিছনে শয়তানের যে কৌশল, তা হচ্ছে দুনিয়ার সকল নারীদের মারইয়াম (আঃ) নীতি ও আদর্শ থেকে সরিয়ে নারীদের অন্যের দাস-দাসী-রক্ষিতা তৈরি করা। বিপরীত দিকে একজন ঈমানদার পুরুষ যদি মারইয়াম (আঃ) এর জীবন, নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে কোরআনের জ্ঞান থাকে, তবে সে কোনদিনই কোন নারীকে অসম্মানের দৃষ্টিতে ভাবতেই পারবে না। প্রকৃতঅর্থে এই পৃথিবীতে একমাত্র মারইয়াম

[৪১] [(৪১:৩৬) সূরাঃ হা-মীম আস-সাজদা (ফুসসিলাত), আয়াত:৩৬]

(আঃ) এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোন নারী ছিল না, বা আছে এবং হবে সেই সম্ভাবনার দ্বার আল্লাহ বন্ধ করে দিয়েছেন।

পরিশেষে, নিচে যে চলকগুলি তুলে ধরা হয়েছে, তা সহায়তা করবে যে কোন গবেষণার ক্ষেত্রে। তা হতে পারে গুনগত, মানগত এবং সংমিশ্রণ পদ্ধতি ক্ষেত্রে। এই চলকগুলির ভিত্তি একমাত্র পবিত্র কোরআন , তাই সূরা নং ও আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষণা থেমে থাকে না বলেই, এই চলকগুলিকে হয়ত আরো সুন্দর করে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেখানে এই সংখ্যার পরিবর্তন হতেই পারে। এই চলকগুলিতে মানুষ ও জিন উভয় প্রকার শয়তান রয়েছে। এদের সত্যিকার ভাবে আলাদা করা সত্যিই কঠিন ব্যাপার। সঠিক ঈমানের প্রয়োজনের তাগিদেই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলি নির্ধারণ করতে হলে, এই সকল চলকগুলি মনের মধ্যে গেথে রাখতে হবে। তা না হলে সুন্দর কভার ও আরবি-ইংরেজি-বাংলা লেখা বইগুলি আমাদের সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত করবে। এই চলকগুলি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবেই আমাদের ঈমানের শুরু থেকে নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত সহ সকল ইবাদত ও কর্মের ক্ষেত্রে শয়তানকেই অনুসরণ করে চলছি। তাই, এত কাল ধরে যা শুনে আসতেছি তা নয়, বরং কিয়ামতের দিন **"রসূল বলবে- 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জাতির লোকেরা এ কুরআনকে পরিত্যক্ত গণ্য করেছিল।"**[৪২]

ড. কাজী আব্দুল মান্নান

[৪২] [(২৫:৩০) সূরাঃ আল-ফুরকান, আয়াত:৩০]

পবিত্র কোরআনের আলোকে শয়তানের চলক সমূহ

শয়তান (মানুষ ও জিন)

ক্রমিক নং	চলক সমূহ	সূরাঃ আয়াত	যাহার জন্য প্রযোজ্য
১.	অহঙ্কার	২:৩৪	মানুষ
২.	কুমন্ত্রণা	২০:১২০	মানুষ
৩.	প্রতারণা	৬:১১২ ৭:২২	মানুষ
৪.	মনোমুগ্ধকর কথা	৬:১১২	মানুষ
৫.	ধোকাপূর্ণ কথা	৬:১১২	উভয়ই
৬.	ঈমানদার পরিচয়	২:১৪	উভয়ই
৭.	কোরআনকে আংশিক অনুসরণের পথ দেখায়	২:২০৮	মানুষ
৮.	গভীর ষড়যন্ত্রকারী	১২:৫	মানুষ
৯.	বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি	১৭:৫৩	মানুষ
১০.	সৎ কাজে বাঁধা দানকারী	৪৩:৬২	উভয়ই
১১.	জাহান্নামের সাথী হওয়ার আমন্ত্রণ	৩৫:৬	উভয়ই
১২.	চরম মিথ্যাবাদী	২৬:২২২	মানুষ
১৩.	কান পেতে থাকে	২৬:২২৩	উভয়ই
১৪.	কবিদের অনুসারী	২৬:২২৪	মানুষ
১৫.	উপত্যকায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়	২৬:২২৫	মানুষ
১৬.	কথা ও কাজের মিল নেই	২৬:২২৬	মানুষ
১৭.	লোক দেখানো ব্যয়	৪:৩৮	মানুষ
১৮.	ঈমান নেই	৪:৩৮	মানুষ

১৯.	তার অনুসারী	৪:১১৮	মানুষ
২০.	মিথ্যা শপথকারী	৭:২১	মানুষ
২১.	সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী রূপে	৭:২১	মানুষ
২২.	পথভ্রষ্টকারী	৪:১১৯	উভয়ই
		৭:৩০	
২৩.	মিথ্যা আশ্বাস প্রদানকারী	৪:১১৯	মানুষ
		৪:১২০	
		৪৭:২৫	
২৪.	তার আদেশের ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে	৪:১১৯	মানুষ
২৫.	তার আদেশের ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে	৪:১১৯	মানুষ
২৬.	প্ররোচনার জন্য রয়েছে অশ্বারোহী	১৭:৬৪	মানুষ
২৭.	প্ররোচনার জন্য রয়েছে পদাতিক বাহিনী	১৭:৬৪	মানুষ
২৮.	অংশীদারিত্ব ধন-সম্পদে	১৭:৬৪	উভয়ই
২৯.	অংশীদারিত্ব সন্তান-সন্ততিতে	১৭:৬৪	উভয়ই
৩০.	প্রতারণামূলক ওয়াদা	১৭:৬৪	মানুষ
৩১.	লজ্জাস্থান প্রদর্শনে প্ররোচনা	৭:২৭	উভয়ই
৩২.	পূর্ব-পুরুষদের দোহাই	৭:২৮	উভয়ই
		৩১:২১	
৩৩.	তাগূতের অভিভাবকত্ব	২:২৫৭	উভয়ই
৩৪.	কর্মকে শোভিত করে	১৬:৬৩	উভয়ই
		৪৭:২৫	
৩৫.	দরিদ্রতার ভয় দেখায়	২:২৬৮	উভয়ই
৩৬.	অশ্লীল কাজের আদেশ করে	২:২৬৮	উভয়ই
৩৭.	তার বন্ধুদের ভয় দেখায়	৩:১৭৫	উভয়ই
৩৮.	জিবত-এ বিশ্বাসী	৪:৫১	উভয়ই
৩৯.	তাগূতের বিশ্বাসী	৪:৫১	উভয়ই

৪০.	তাগূতের কাছে বিচার	৪:৬০	উভয়ই
৪১.	ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত	৪:৬০	মানুষ
৪২.	মিথ্যা প্রতিশ্রুতি	৪:১২০	মানুষ
৪৩.	মদের মাধ্যমে শত্রুতা	৫:৯১	উভয়ই
৪৪.	মদের মাধ্যমে বিদ্বেষ সঞ্চার	৫:৯১	উভয়ই
৪৫.	মদের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত	৫:৯১	উভয়ই
৪৬.	মদের মাধ্যমে সালাত থেকে বিরত	৫:৯১	উভয়ই
৪৭.	জুয়ার মাধ্যমে শত্রুতা	৫:৯১	উভয়ই
৪৮.	জুয়ার মাধ্যমে বিদ্বেষ সঞ্চার	৫:৯১	উভয়ই
৪৯.	জুয়ার মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত	৫:৯১	উভয়ই
৫০.	জুয়ার মাধ্যমে সালাত থেকে বিরত	৫:৯১	উভয়ই
৫১.	দিশেহারা	৬:৭১	উভয়ই
৫২.	আমলসমূহ সুশোভিত করে	৮:৪৮	উভয়ই
৫৩.	পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি	৮:৪৮	মানুষ
৫৪.	গুরুত্বপূর্ন বিষয় ভুলিয়ে দিবে	১২:৪২	উভয়ই
৫৫.	ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করে	১২:১০০	উভয়ই
৫৬.	বিশেষভাবে প্ররোচিত করে	১৯:৮৩	উভয়ই
৫৭.	বন্ধুত্বের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট	২২:৪	উভয়ই
৫৮.	অশ্লীল কাজের কাজের নির্দেশ	২৪:২১	উভয়ই
৫৯.	অসৎ কাজের কাজের নির্দেশ	২৪:২১	উভয়ই
৬০.	চরম প্রতারক	২৫:২৯	মানুষ
৬১.	আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা	২৭:২৪	মানুষ
৬২.	কার্যবলী শোভিত করে	২৭:২৪	উভয়ই
৬৩.	চোখে শোভিত করে	২৯:৩৮	উভয়ই
৬৪.	সৎপথ থেকে বিরত করে	২৯:৩৮	উভয়ই
৬৫.	দলে দলে পথভ্রষ্ট	৩৬:৬২	উভয়ই
৬৬.	আল্লাহর পথ থেকে বাধা	৪৩:৩৭	উভয়ই

৬৭.	গোপন পরামর্শ	৫৮:১০	মানুষ
৬৮.	আল্লাহর যিকির ভুলিয়ে দিবে	৫৮:১৯	উভয়ই
৬৯.	কুফরি করার নির্দেশ	৫৯:১৬	উভয়ই
৭০.	হৃদয় নিষ্ঠুর করে	৬:৪৩	উভয়ই
৭১.	যাদু শেখায়	২:১০২	উভয়ই
৭২.	স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়	২:১০২	উভয়ই
৭৩.	শয়তানের ইবাদাত	১৯:৪৪	উভয়ই
৭৪.	শয়তানের আহার	৬:১২১	উভয়ই
৭৫.	শয়তানের স্পর্শে পাগল	২:২৭৫	উভয়ই
৭৬.	অপব্যয়	১৭:২৭	উভয়ই
৭৭.	পাপিষ্ঠ	৫:৬২	উভয়ই
৭৮.	সীমালঙ্ঘনকারী	৫:৬২	উভয়ই
৭৯.	হারাম ভক্ষণে ছুটোছুটি	৫:৬২	মানুষ
৮০.	লড়াই করে তাগূতের পথে	৪:৭৬	মানুষ
৮১.	শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল	৪:৭৬	উভয়ই
৮২.	নারীমূর্তিকে ডাকে	৪:১১৭	মানুষ
৮৩.	অবাধ্য শয়তানকে ডাকে	৪:১১৭	মানুষ
৮৪.	বাঁদর	৫:৬০	মানুষ
৮৫.	শূকর	৫:৬০	মানুষ
৮৬.	আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে না জেনে	২২:৩	মানুষ
৮৭.	শয়তানের মজলিশ	৬:৬৮	মানুষ
৮৮.	শয়তানী নিক্ষেপ	২২:৫৩	উভয়ই
৮৯.	শয়তানের মাথা	৩৭:৬৫	জিন
৯০.	জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড নিক্ষেপ	৬৭:৫	উভয়ই
৯১.	নিজের দোষ অস্বীকার	১৪:২২	উভয়ই
৯২.	নিজের দোষ চাপিয়ে দিবে	৫০:২৭	উভয়ই
৯৩.	আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা	৪১:৩৬	মানুষ
৯৪.	আত্মগোপনকারী	১১৪:৪	উভয়ই

মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য দুশমন

(পবিত্র কোরআনের আলোকে)

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়বস্তু		সূরাঃ আয়াত	পৃষ্ঠা
১.১	শয়তানের সূচনা			১
	১.১.১	অহঙ্কার	২:৩৪	১
	১.১.২	জান্নাত থেকে স্খলন	২:৩৬	৩
	১.১.৩	জিনদের একজন	১৮:৫০	৪
	১.১.৪	প্রথম কুমন্ত্রণা	২০:১২০	৫
২.১	শয়তানের প্রকারভেদ		৬:১১২	৬
	২.১.১	মানুষ ও জিন শয়তান	৬:১১২ ১১৪:৬	৬
৩.১	ঈমানদার পরিচয়		২:১৪	৮
৪.১	প্রকাশ্য শত্রু		২:২০৮	৯
	৪.১.১	আংশিক ইসলাম শয়তানের পদাঙ্ক	২:২০৮	৯
	৪.১.২	গভীর ষড়যন্ত্রকারী	১২:৫	১০
	৪.১.৩	বৈরিতা সৃষ্টি করে	১৭:৫৩	১০
	৪.১.৪	সব কিছুতেই বাঁধার সৃষ্টি করে	৪৩:৬২	১১
	৪.১.৫	জ্বলন্ত আগুনের দিকে ডাকে	৩৫:৬	১২
	৪.১.৬	বিভ্রান্ত করে	৭:২২	১৩
৫.১	শয়তানরা যার উপর অবতীর্ণ হয়		২৬:২২১	১৪
	৫.১.১	চরম মিথ্যাবাদী ও পাপী	২৬:২২২	১৫
	৫.১.২	কান পেতে থাকে	২৬:২২৩	১৫

	৫.১.৩	কবিদের অনুসরণ	২৬:২২৪	১৬
	৫.১.৪	উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়	২৬:২২৫	১৬
	৫.১.৫	কথা ও কাজের সাথে মিল নেই	২৬:২২৬	১৭
৬.১	শয়তান যার সঙ্গী			১৭
	৬.১.১	লোক দেখানো ব্যয় ও ঈমানহীন	৪:৩৮	১৭
	৬.১.২	আল্লাহর স্মরণে বিমুখ	৪৩:৩৬	১৮
৭.১	শয়তানের প্রতিজ্ঞা			১৯
	৭.১.১	তার অনুসারী করবেই	৪:১১৮	১৯
	৭.১.৩	হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে প্রতারণা	৭:২১	২০
	৭.১.৪	আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে	৪:১১৯	২৪
৮.১	শয়তানের ক্ষমতা		১৭:৬৪	২৫
৯.১	শয়তান যার অভিভাবক			২৬
	৯.১.১	অদৃশ্য শয়তান রূপে	৭:২৭	২৬
	৯.১.২	পিতৃপুরুষদের দোহাই	৭:২৮	২৮
	৯.১.৩	কাফিরদের অভিভাবক তাগূত রূপে	২:২৫৭	৩০
	৯.১.৪	পথভ্রষ্ট	৭:৩০	৩১
	৯.১.৫	কর্মকে শোভিত	১৬:৬৩	৩২
১০.১	শয়তানের কৌশল			৩৩
	১০.১.১	অসৎ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ	২:১৬৯	৩৩
	১০.১.২	দরিদ্রতার ভয় দেখায়	২:২৬৮	৩৪
	১০.১.৩	বন্ধুদের ভয় দেখায়	৩:১৭৫	৩৫
	১০.১.৪	অধিক সঠিক পথের দাবিদার	৪:৫১	৩৬
	১০.১.৫	ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত	৪:৬০	৩৭
	১০.১.৬	প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি ও প্রলোভন	৪:১২০	৩৮

	১০.১.৭	মদ ও জুয়ার মাধ্যমে	৫:৯১	৩৯
	১০.১.৮	দিশেহারা করে দেয়	৬:৭১	৪০
	১০.১.৯	শয়তানের প্ররোচনা	৭:২০	৪২
	১০.১.১০	পথভ্রষ্ট করে	৭:১৭৫	৪৩
	১০.১.১১	আমলসমূহ সুশোভিত করে	৮:৪৮	৪৪
	১০.১.১২	ভুলিয়ে দেয়	১২:৪২	৪৬
			১৮:৬৩	৪৭
	১০.১.১৩	ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে	১২:১০০	৪৮
	১০.১.১৪	বিশেষভাবে প্ররোচনা	১৯:৮৩	৫০
	১০.১.১৫	বন্ধুত্ব	২২:৪	৫০
	১০.১.১৬	অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ	২৪:২১	৫১
	১০.১.১৭	চরম প্রতারক	২৫:২৯	৫৩
	১০.১.১৮	ভ্রান্ত পথের দিশারী	২৭:২৪	৫৩
	১০.১.১৯	চোখে শোভিত করে	২৯:৩৮	৫৪
	১০.১.২০	পিতৃপুরুষদেরকে অনুসরণে প্ররোচনা	৩১:২১	৫৫
	১০.১.২১	বহু দলকে পথভ্রষ্ট করে	৩৬:৬২	৫৬
	১০.১.২১	হিদায়াতপ্রাপ্ত হিসাবে ধারণা দেয়	৪৩:৩৭	৫৭
	১০.১.২২	মিথ্যা আশার সঞ্চার	৪৭:২৫	৫৮
	১০.১.২৩	গোপন পরামর্শ	৫৮:১০	৫৮
	১০.১.২৪	আল্লাহর যিকির ভুলিয়ে দেয়	৫৮:১৯	৫৯
	১০.১.২৫	কুফরি করার নির্দেশ	৫৯:১৬	৬০
	১০.১.২৬	অন্তরকে শক্ত করে	৬:৪৩	৬১
	১০.১.২৭	যাদু শিক্ষা	২:১০২	৬২
১১.১	শয়তানের ইবাদাত		১৯:৪৪	৬৫
১২.১	শয়তানের আহার		৬:১২১	৬৬

১৩.১	শয়তানের স্পর্শে যারা পাগল	২:২৭৫	৬৭
১৪.১	অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই	১৭:২৭	৬৯
১৫.১	শয়তানের পদস্খলন	৩:১৫৫	৬৯
১৬.১	পাপে, সীমালঙ্ঘনে এবং হারাম ভক্ষণে ছুটোছুটি	৫:৬২	৭০
১৭.১	শয়তানের ফন্দি অবশ্যই দুর্বল	৪:৭৬	৭২
১৮.১	নারীমূর্তি ও শয়তানের পূঁজা	৪:১১৭	৭৩
১৯.১	বাঁদর ও শূকর	৫:৬০	৭৪
২০.১	আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক	২২:৩	৭৫
২১.১	শয়তানের মজলিশে বসা নিষেধ	৬:৬৮	৭৬
২২.১	শয়তান থেকে আল্লাহর বিশেষ সুরক্ষা		৭৭
	২২.১.১ শয়তান যাকে স্পর্শ করতে পারে নাই	৩:৩৫	৭৭
		৩:৩৬	৭৮
	২২.১.২ কক্ষপথসমূহ আল্লাহর সুরক্ষিত	১৫:১৭	৭৯
	২২.১.৩ নক্ষত্ররাজি সুরক্ষার ব্যবস্থা	৩৭:৭	৮০
২৩.১	শয়তানরা যখন ডুবুরী	২১:৮২	৮০
২৪.১	প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী	৩৮:৩৭	৮১
২৫.১	পবিত্র কোরআনে শয়তানের অপচেষ্টা		৮২
	২৫.১.১ আল্লাহর ওহীতে ফু' দেয়ার চেষ্টা	২২:৫২	৮২
	২৫.১.২ শয়তান যা নিক্ষেপ করে	২২:৫৩	৮৩
	২৫.১.৩ শয়তানরা কোরআন আনে নাই	২৬:২১০	৮৪
	২৫.১.৪ কোরআন শয়তানের উক্তি নয়	৮১:২৫	৮৫
২৬.১	জাহান্নামের গাছের ফল শয়তানের মাথা	৩৭:৬৫	৮৫
২৭.১	আইউব (আঃ) কে বিভ্রান্ত	৩৮:৪১	৮৬

২৮.১	শয়তানদের প্রতি জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড নিক্ষেপ		৬৭:৫	৮৭
২৯.১	শেষ বিচারে			৮৮
	২৯.১.১	নিজের দোষ অস্বীকার	১৪:২২	৮৮
	২৯.১.২	নিজের দোষ চাপিয়ে দিবে	৫০:২৭	৯০
	২৯.১.৩	শয়তানের অবস্থা	১৯:৬৮	৯১
	২৯.১.৪	শয়তানের সঙ্গীর উক্তি	৪৩:৩৮	৯২
৩০.১	শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয়			৯৩
	৩০.১.১	কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহকে স্মরণ	৭:২০১	৯৩
	৩০.১.২	কুমন্ত্রনা থেকে আল্লাহর আশ্রয়	২৩:৯৭	৯৪
	৩১.১.৩	আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা	৪১:৩৬	৯৪
	৩১.১.৪	আশ্রয় চাওয়ার পূর্ণাঙ্গ সূরা	১১৪: (১-৬)	৯৫

মানুষের গোপন ও প্রকাশ্য দুশমন

১.১ শয়তানের সূচনা

১.১.১ অহঙ্কার

وَ اِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلٰٓئِکَةِ اسۡجُدُوۡا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوۡۤا اِلَّاۤ اِبۡلِیۡسَ ؕ اَبٰی وَ اسۡتَکۡبَرَ ۟ وَ کَانَ مِنَ الۡکٰفِرِیۡنَ

আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, ‘তোমরা আদমকে সিজদা কর’। তখন তারা সিজদা করল, **ইবলীস** ছাড়া। সে অস্বীকার করল এবং অহঙ্কার করল। আর সে হল কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত। (আল-বায়ান)

যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদামকে সাজদাহ কর, তখন **ইবলীস** ছাড়া সকলেই সাজদাহ করল, সে অমান্য করল ও অহঙ্কার করল, কাজেই সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (তাইসিরুল)

এবং যখন আমি মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা আদমকে সাজদাহ কর, তখন **ইবলীস** ব্যতীত সকলে সাজদাহ করেছিল; সে অগ্রাহ্য করল ও অহংকার করল এবং কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (মুজিবুর রহমান)

And [mention] when We said to the angels, "Prostrate before Adam"; so they prostrated, except for Iblees. He refused and was arrogant and became of the disbelievers. (Sahih International)

[(২:৩৪) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত: ৩৪]

وَ قُلۡنَا یٰۤاٰدَمُ اسۡکُنۡ اَنۡتَ وَ زَوۡجُکَ الۡجَنَّۃَ وَ کُلَا مِنۡهَا رَغَدًا حَیۡثُ شِئۡتُمَا ۪ وَ لَا تَقۡرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَۃَ فَتَکُوۡنَا مِنَ الظّٰلِمِیۡنَ

আর আমি বললাম, ‘হে আদম, তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং তা থেকে আহার কর স্বাচ্ছন্দ্যে, তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী এবং এই গাছটির নিকটবর্তী হয়ো না, তাহলে তোমরা যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (আল-বায়ান)

আমি বললাম, ‘হে আদাম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং যেখানে যা ইচ্ছে খাও, কিন্তু এই গাছের নিকটে যেয়ো না, গেলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারীদের মধ্যে শামিল হবে’। (তাইসিরুল)

এবং আমি বললামঃ হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে অবস্থান কর এবং তা হতে যা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার কর; কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়োনা, তাহলে তোমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (মুজিবুর রহমান)

And We said, "O Adam, dwell, you and your wife, in Paradise and eat therefrom in [ease and] abundance from wherever you will. But do not approach this tree, lest you be among the wrongdoers." Sahih International

[(২:৩৫) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াতঃ ৩৫]

১.১.২ জান্নাত থেকে স্খলন

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۫ وَ قُلْنَا اهْبِطُوْا
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

অতঃপর **শয়তান** তাদেরকে জান্নাত থেকে স্খলিত করল। এবং তারা যাতে ছিল তা থেকে তাদেরকে বের করে দিল, আর আমি বললাম, 'তোমরা নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। আর তোমাদের জন্য যমীনে রয়েছে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আবাস ও ভোগ-উপকরণ'। (আল-বায়ান)

কিন্তু **শয়ত্বান** তাথেকে তাদের পদস্খলন ঘটাল এবং তারা দু'জন যেখানে ছিল, তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিল; আমি বললাম, 'নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু, দুনিয়াতে কিছু কালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা আছে'। (তাইসিরুল)

অনন্তর **শাইতান** তাদের উভয়কে সেখান হতে বিচ্যুত করল, অতঃপর তারা উভয়ে যেখানে ছিল সেখান হতে তাদেরকে বর্হিগত করল; এবং আমি বললামঃ তোমরা নীচে নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু; এবং পৃথিবীতেই রয়েছে তোমাদের জন্য এক নির্দিষ্ট কালের অবস্থিতি ও ভোগ সম্পদ। (মুজিবুর রহমান)

But Satan caused them to slip out of it and removed them from that [condition] in which they had been. And We said, "Go down, [all of you], as enemies to one another, and you will have upon

the earth a place of settlement and provision for a time." (Sahih International)

[(২:৩৬) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াত: ৩৬]

১.১.৩ জিনদের একজন

وَ اِذۡ قُلۡنَا لِلۡمَلٰٓئِکَةِ اسۡجُدُوۡا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوۡۤا اِلَّاۤ اِبۡلِیۡسَ ؕ کَانَ مِنَ الۡجِنِّ
فَفَسَقَ عَنۡ اَمۡرِ رَبِّہٖ ؕ اَفَتَتَّخِذُوۡنَہٗ وَ ذُرِّیَّتَہٗۤ اَوۡلِیَآءَ مِنۡ دُوۡنِیۡ وَ
ہُمۡ لَکُمۡ عَدُوٌّ ؕ بِئۡسَ لِلظّٰلِمِیۡنَ بَدَلًا

আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর। অতঃপর তারা সিজদা করল, **ইবলীস** ছাড়া। **সে** ছিল জিনদের একজন। **সে** তার রবের নির্দেশ অমান্য করল। তোমরা কি **তাকে** ও **তার বংশকে** আমার পরিবর্তে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করবে, অথচ **তারা** তোমাদের শত্রু? যালিমদের জন্য কী মন্দ বিনিময়! (আল-বায়ান)

স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বলেছিলাম, 'আদামকে সাজদাহ কর।' তখন **ইবলিশ** ছাড়া তারা সবাই সাজদাহ করল। **সে** ছিল জ্বীনদের অন্তর্ভুক্ত। সে তার প্রতিপালকের নির্দেশ লঙ্ঘন করল। এতদসত্ত্বেও তোমরা কি আমাকে বাদ দিয়ে **তাকে আর তার বংশধরকে** অভিভাবক বানিয়ে নিচ্ছ? অথচ **তারা** তোমাদের দুশমন। যালিমদের এই বিনিময় বড়ই নিকৃষ্ট! (তাইসিরুল)

এবং স্মরণ কর, আমি যখন মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে বলেছিলামঃ তোমরা আদমের প্রতি নত হও। তখন সবাই নত হল **ইবলীস** ছাড়া; **সে** জিনদের একজন, **সে** তার রবের আদেশ অমান্য করল; তাহলে কি তোমরা আমার পরিবর্তে **তাকে ও তার বংশধরকে** অভিভাবকরূপে গ্রহণ

করছ? **তারা** তো তোমাদের শত্রু; সীমালংঘনকারীদের জন্য রয়েছে কত নিকৃষ্ট বদলা। (মুজিবুর রহমান)

And [mention] when We said to the angels, "Prostrate to Adam," and they prostrated, except for Iblees. He was of the jinn and departed from the command of his Lord. Then will you take him and his descendants as allies other than Me while they are enemies to you? Wretched it is for the wrongdoers as an exchange. (Sahih International)

[(১৮:৫০) সূরাঃ আল-কাহফ, আয়াতঃ ৫০]

১.১.৩ প্রথম কুমন্ত্রণা

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطٰنُ قَالَ يٰٓاٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ لَّا يَبْلٰى

অতঃপর **শয়তান** তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বলল, ‘হে আদম, **আমি** কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ গাছ এবং অক্ষয় রাজত্ব সম্পর্কে?’ (আল-বায়ান)

কিন্তু **শয়ত্বান** তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, ‘হে আদাম! **আমি** কি তোমাকে জানিয়ে দেব চিরস্থায়ী জীবনদায়ী গাছের কথা আর এমন রাজ্যের কথা যা কোনদিন ক্ষয় হবে না?’ (তাইসিরুল)

অতঃপর **শাইতান** তাকে কুমন্ত্রণা দিল; সে বললঃ হে আদম! **আমি** কি তোমাকে বলে দিব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষের কথা ও অক্ষয় রাজ্যের কথা? (মুজিবুর রহমান)

Then Satan whispered to him; he said, "O Adam, shall I direct you to the tree of eternity and possession that will not deteriorate?" (Sahih International)

[(২০:১২০) সূরাঃ ত্ব-হা, আয়াত: ১২০]

২.১ শয়তানের প্রকারভেদ

২.১.১ মানুষ ও জিন শয়তান

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَ الْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ؕ وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَ مَا يَفْتَرُوْنَ

আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে **শয়তানদেরকে**, তারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অপরকে চাকচিক্যপূর্ণ কথার কুমন্ত্রণা দেয় এবং তোমার রব যদি চাইতেন, তবে **তারা** তা করত না। সুতরাং তুমি তাদেরকে ও **তারা** যে মিথ্যা রটায়, তা ত্যাগ কর। (আল-বায়ান)

এভাবে আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য মানুষ আর জ্বীন **শয়তানদের** মধ্য হতে শত্রু বানিয়ে দিয়েছি, প্রতারণা করার উদ্দেশে **তারা** একে অপরের কাছে চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা বলে। তোমার প্রতিপালক ইচ্ছে করলে **তারা** তা করত

না, কাজেই তাদেরকে আর তাদের মিথ্যে চর্চাকে উপেক্ষা করে চল। (তাইসিরুল)

মানুষ শাইতানের মধ্য হতে এবং কতক জিন **শাইতানের** মধ্য হতে হয়ে থাকে, এরা একে অন্যকে কতকগুলি মনোমুগ্ধকর ধোকাপূর্ণ ও প্রতারণাময় কথা দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। তোমার রবের ইচ্ছা হলে, **তারা** এমন কাজ করতে পারতনা। সুতরাং তুমি তাদেরকে এবং **তাদের** মিথ্যা রচনাগুলিকে বর্জন করে চলবে। (মুজিবুর রহমান)

And thus We have made for every prophet an enemy - devils from mankind and jinn, inspiring to one another decorative speech in delusion. But if your Lord had willed, they would not have done it, so leave them and that which they invent. (Sahih International)

[(৬:১১২) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত: ১১২]

مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

জিন ও মানুষ থেকে। (আল-বায়ান)

(এই কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) **জিন্নের** মধ্য হতে এবং **মানুষের** মধ্য হতে। (তাইসিরুল)

জিনের মধ্য হতে অথবা **মানুষের** মধ্য হতে। (মুজিবুর রহমান)

From among the jinn and mankind." (Sahih International)

[(১১৪:৬) সূরাঃ আন-নাস, আয়াত: ৬]

৩.১ ঈমানদার পরিচয়

وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا ۚ وَ اِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ ۙ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ

আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং যখন তাদের **শয়তানদের** সাথে একান্তে মিলিত হয়, তখন বলে, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী'। (আল-বায়ান)

যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'; আর যখন তারা নিভৃতে তাদের **শয়ত্বানদের** (সর্দারদের) সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরা তোমাদের সাথেই আছি, আমরা শুধু তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-তামাশা করি মাত্র'। (তাইসিরুল)

এবং যখন তারা মু'মিনদের সাথে মিলিত হয় তখন তারা বলেঃ আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি; এবং যখন তারা নিজেদের দলপতি ও দুষ্ট নেতাদের সাথে গোপনে মিলিত হয় তখন বলেঃ আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি, আমরাতো শুধু ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও প্রহসন করে থাকি। (মুজিবুর রহমান)

And when they meet those who believe, they say, "We believe"; but when they are alone with their

evil ones, they say, "Indeed, we are with you; we were only mockers." Sahih International

[(২:১৪) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াতঃ ১৪]

৪.১ প্রকাশ্য শত্রু

৪.১.১ আংশিক ইসলাম শয়তানের পদাঙ্ক

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَ لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং **শয়তানের** পদাঙ্ক অনুসরণ করো না । নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু। (আল-বায়ান)

হে মু'মিনগণ! ইসলামের মধ্যে পূর্ণভাবে প্রবেশ কর এবং **শায়ত্বনের** পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (তাইসিরুল)

হে মু'মিনগণ! তোমরা পূর্ণ রূপে ইসলামে প্রবিষ্ট হও এবং **শাইতানের** পদাংক অনুসরণ করনা, নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য শত্রু। (মুজিবুর রহমান)

O you who have believed, enter into Islam completely [and perfectly] and do not follow the footsteps of Satan. Indeed, he is to you a clear enemy. (Sahih International)

[(২:২০৮) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াতঃ ২০৮]

৪.১.২ গভীর ষড়যন্ত্রকারী

قَالَ يٰبُنَيَّ لَا تَقۡصُصۡ رُءۡيَاكَ عَلٰٓى اِخۡوَتِكَ فَيَكِيۡدُوۡا لَكَ كَيۡدًا ؕ اِنَّ الشَّيۡطٰنَ لِلۡاِنۡسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيۡنٌ

সে বলল, ‘হে আমার পুত্র, তুমি তোমার ভাইদের নিকট তোমার স্বপ্নের বর্ণনা দিও না, তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করবে। নিশ্চয় **শয়তান** মানুষের প্রকাশ্য দুশমন’। (আল-বায়ান)

তার পিতা বললেন, ‘হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা করো না। যদি কর তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। **শাইত্বান** তো মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। (তাইসিরুল)

সে বললঃ হে আমার পুত্র! তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্ত তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা করনা; করলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে; **শাইতানতো** মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (মুজিবুর রহমান)

He said, "O my son, do not relate your vision to your brothers or they will contrive against you a plan. Indeed Satan, to man, is a manifest enemy. (Sahih International)

[(১২:৫) সূরাঃ ইউসুফ, আয়াত: ৫]

৪.১.৩ বৈরিতা সৃষ্টি করে

وَ قُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا

আর আমার বান্দাদেরকে বল, তারা যেন এমন কথা বলে, যা অতি সুন্দর। নিশ্চয় **শয়তান** তাদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করে; নিশ্চয় **শয়তান** মানুষের স্পষ্ট শত্রু। (আল-বায়ান)

আমার বান্দাদেরকে বলতে বল এমন কথা যা খুবই উত্তম। **শয়তান** মানুষের মাঝে ঝগড়া-বিভেদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, **শয়তান** হল মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। (তাইসিরুল)

আমার বান্দাদেরকে যা উত্তম তা বলতে বল; **শাইতান** তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; **শাইতান** মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (মুজিবুর রহমান)

And tell My servants to say that which is best. Indeed, Satan induces [dissension] among them. Indeed Satan is ever, to mankind, a clear enemy. (Sahih International)

[(১৭:৫৩) সূরাঃ আল-ইসরা (বনী-ইসরাঈল), আয়াত: ৫৩]

৪.১.৪ সব কিছুতেই বাঁধার সৃষ্টি করে

وَ لَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

শয়তান যেন তোমাদের কিছুতেই বাধা দিতে না পারে। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (আল-বায়ান)

শয়ত্বান তোমাদেরকে (সৎ পথে চলতে) কিছুতেই যেন বাধাগ্রস্ত করতে না পারে, সে তোমাদের খোলাখুলি দুশমন। (তাইসিরুল)

শাইতান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই নিবৃত্ত না করে, সেতো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (মুজিবুর রহমান)

And never let Satan avert you. Indeed, he is to you a clear enemy. (Sahih International)

[(৪৩:৬২) সূরাঃ আয-যুখরুফ, আয়াত: ৬২]

৪.১.৫ জ্বলন্ত আগুনের দিকে ডাকে

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۗاِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا مِنْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

নিশ্চয় **শয়তান** তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য কর। **সে** তার দলকে কেবল এজন্যই ডাকে যাতে তারা জ্বলন্ত আগুনের অধিবাসী হয়। (আল-বায়ান)

শয়ত্বান তোমাদের শত্রু, কাজেই তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর। সে কেবল তার দলবলকে ডাকে, যাতে তারা জ্বলন্ত অগ্নির সঙ্গী হয়। (তাইসিরুল)

শাইতান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর। সেতো তার দলবলকে আহবান করে শুধু এ জন্য যে, তারা যেন উত্তপ্ত জাহান্নামের সাথী হয়। (মুজিবুর রহমান)

Indeed, Satan is an enemy to you; so take him as an enemy. He only invites his party to be among

the companions of the Blaze. (Sahih International)

[(৩৫:৬) সূরাঃ ফাতির, আয়াত: ৬]

৪.১.৬ বিভ্রান্ত করে

فَدَلّٰىهُمَا بِغُرُوْرٍ ۚ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفٰنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ؕ وَ نَادٰىهُمَا رَبُّهُمَآ اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَ اَقُلْ لَّكُمَآ اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

অতঃপর **সে** তাদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে পদস্খলিত করল। তাই তারা যখন গাছটির ফল আস্বাদন করল, তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশিত হয়ে গেল। আর তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজদেরকে ঢাকতে লাগল এবং তাদের রব তাদেরকে ডাকলেন যে, 'আমি কি তোমাদেরকে ঐ গাছটি থেকে নিষেধ করিনি এবং তোমাদেরকে বলিনি যে নিশ্চয় **শয়তান** তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু'? (আল-বায়ান)

এভাবে **সে** ধোঁকা দিয়ে তাদের অধঃপতন ঘটিয়ে দিল। যখন তারা গাছের ফলের স্বাদ নিল, তখন তাদের গোপনীয় স্থান পরস্পরের নিকট প্রকাশিত হয়ে গেল, তারা জান্নাতের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে ঢাকতে লাগল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে ডেকে বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এ গাছের কাছে যেতে নিষেধ করিনি আর বলিনি- শয়ত্বান হচ্ছে তোমাদের উভয়ের খোলাখুলি দুশমন?' (তাইসিরুল)

অতঃপর **সে (শাইতান)** তাদের উভয়কে বিভ্রান্ত করল। যখন তারা সেই নিষিদ্ধ গাছের ফলের স্বাদ গ্রহণ করল তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা বাগানের বৃক্ষপত্র দ্বারা নিজেদেরকে

আবৃত করতে লাগল। তাদের রাব্ব তাদেরকে সম্বোধন করে বললেনঃ আমি কি এই বৃক্ষ সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, **শাইতান** তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (মুজিবুর রহমান)

So he made them fall, through deception. And when they tasted of the tree, their private parts became apparent to them, and they began to fasten together over themselves from the leaves of Paradise. And their Lord called to them, "Did I not forbid you from that tree and tell you that Satan is to you a clear enemy?" (Sahih International)

[(৭:২২) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত: ২২]

৫.১ শয়তানরা যার উপর অবতীর্ণ হয়

هَلۡ اُنَبِّئُكُمۡ عَلٰى مَنۡ تَنَزَّلُ الشَّيٰطِيۡنُ

'আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব, কার নিকট **শয়তানরা** অবতীর্ণ হয়'? (আল-বায়ান)

আমি কি তোমাদেরকে জানাব কাদের নিকট **শয়ত্বানরা** অবতীর্ণ হয়। (তাইসিরুল)

তোমাদেরকে কি জানাব, কার নিকট **শাইতানরা** অবতীর্ণ হয়? (মুজিবুর রহমান)

Shall I inform you upon whom the devils descend? (Sahih International)

[(২৬:২২১) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াত: ২২১]

৫.১.১ চরম মিথ্যাবাদী ও পাপী

تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ

তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক ***চরম মিথ্যাবাদী ও পাপীর*** নিকট। (আল-বায়ান)

তারা অবতীর্ণ হয় প্রত্যেকটি ***চরম মিথ্যুক ও পাপীর*** নিকট। (তাইসিরুল)

তারাতো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক ***চরম মিথ্যাবাদী ও পাপীর*** নিকট। (মুজিবুর রহমান)

They descend upon every sinful liar. (Sahih International)

[(২৬:২২২) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াত: ৪৮]

৫.১.২ কান পেতে থাকে

يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَ اَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ

তারা ***কান পেতে থাকে*** এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (আল-বায়ান)

ওরা ***কান পেতে থাকে*** আর তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (তাইসিরুল)

তারা *কান পেতে থাকে* এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (মুজিবুর রহমান)

They pass on what is heard, and most of them are liars. (Sahih International)

[(২৬:২২৩) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াত: ২২৩]

৫.১.৩ কবিদের অনুসরণ

وَ الشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ

আর বিভ্রান্তরাই ***কবিদের অনুসরণ*** করে। (আল-বায়ান)

বিভ্রান্তরাই ***কবিদের অনুসরণ*** করে, (তাইসিরুল)

এবং ***কবিদের অনুসরণ*** করে তারা, যারা বিভ্রান্ত। (মুজিবুর রহমান)

And the poets - [only] the deviators follow them; (Sahih International)

[(২৬:২২৪) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াত: ২২৪]

৫.১.৪ উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়

اَلَمۡ تَرَ اَنَّهُمۡ فِیۡ كُلِّ وَادٍ يَّهِيۡمُوۡنَ

তুমি কি লক্ষ্য করো নি যে, তারা প্রত্যেক উপত্যকায় ***উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়?*** (আল-বায়ান)

তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতি ময়দানেই ***উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে?*** (তাইসিরুল)

তুমি কি দেখনা, তারা ***বিভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়?*** (মুজিবুর রহমান)

Do you not see that in every valley they roam (Sahih International)

[(২৬:২২৫) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াত: ২২৫]

৫.১.৫ কথা ও কাজের সাথে মিল নেই

وَ اَنَّهُمۡ يَقُوۡلُوۡنَ مَا لَا يَفۡعَلُوۡنَ

আর নিশ্চয় ***তারা এমন কথা বলে, যা তারা করে না***। (আল-বায়ান)

আর ***তারা যা বলে তা তারা নিজেরা করে না***। (তাইসিরুল)

এবং ***যা তারা করেনা, তা বলে***। (মুজিবুর রহমান)

And that they say what they do not do? – (Sahih International)

[(২৬:২২৬) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াত: ২২৬]

৬.১ শয়তান যার সঙ্গী

৬.১.১ লোক দেখানো ব্যয় ও ঈমানহীন

وَ الَّذِيۡنَ يُنۡفِقُوۡنَ اَمۡوَالَهُمۡ رِئَآءَ النَّاسِ وَ لَا يُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَ لَا بِالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ وَ مَنۡ يَّكُنِ الشَّيۡطٰنُ لَهٗ قَرِيۡنًا فَسَآءَ قَرِيۡنًا

আর যারা নিজ ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং ঈমান আনে না আল্লাহর প্রতি এবং না শেষ দিনের প্রতি। আর **শয়তান** যার সঙ্গী হয়, সঙ্গী হিসেবে কতইনা নিকৃষ্ট সে! (আল-বায়ান)

(আর সেসব লোককেও আল্লাহ পছন্দ করেন না) যারা মানুষকে দেখানোর জন্য নিজেদের ধন-সম্পদ খরচ করে এবং আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের উপর বিশ্বাস রাখে না। **শয়ত্বান** কারো সঙ্গী হলে সে সঙ্গী কতই না জঘন্য! (তাইসিরুল)

এবং যারা লোকদের দেখানোর জন্য স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা, আর যাদের সহচর **শাইতান** - সে নিকৃষ্ট সঙ্গীই বটে। (মুজিবুর রহমান)

And [also] those who spend of their wealth to be seen by the people and believe not in Allah nor in the Last Day. And he to whom Satan is a companion - then evil is he as a companion. (Sahih International)

[(৪:৩৮) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত: ৩৮]

৬.১.২ আল্লাহর স্মরণে বিমুখ

وَ مَنۡ يَّعۡشُ عَنۡ ذِكۡرِ الرَّحۡمٰنِ نُقَيِّضۡ لَهٗ شَيۡطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيۡنٌ

আর যে পরম করুণাময়ের যিকির থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য এক **শয়তানকে** নিয়োজিত করি, ফলে **সে** হয়ে যায় তার সঙ্গী। (আল-বায়ান)

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য **শয়ত্বানকে** নিয়োজিত করি, অতঃপর সে হয় তার ঘনিষ্ঠ সহচর। (তাইসিরুল)

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক **শাইতান**, অতঃপর সে হয় তার সহচর। (মুজিবুর রহমান)

And whoever is blinded from remembrance of the Most Merciful - We appoint for him a devil, and he is to him a companion. (Sahih International)

[(৪৩:৩৬) সূরাঃ আয-যুখরুফ, আয়াত: ৩৬]

৭.১ শয়তানের প্রতিজ্ঞা

৭.১.১ তার অনুসারী করবেই

لَّعَنَهُ اللّٰهُ ۘ وَ قَالَ لَاَتَّخِذَنَّ مِنۡ عِبَادِکَ نَصِیۡبًا مَّفۡرُوۡضًا

আল্লাহ তাকে লা'নত করেছেন এবং **সে** বলেছে, 'অবশ্যই আমি তোমার বান্দাদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (অনুসারী হিসেবে) গ্রহণ করব'। (আল-বায়ান)

আল্লাহ তাকে লা'নাত করেছেন কারণ **সে** বলেছিল, 'আমি তোমার বান্দাদের থেকে নির্দিষ্ট অংশকে আমার অনুসারী হিসেবে গ্রহণ করব।' (তাইসিরুল)

আল্লাহ তাকে অভিসম্পাত করেছেন; এবং **শাইতান** বলেছিল, আমি অবশ্যই তোমার সেবকবৃন্দ হতে এক নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব । (মুজিবুর রহমান)

Whom Allah has cursed. For he had said, "I will surely take from among Your servants a specific portion. (Sahih International)

[(৪:১১৮) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াতঃ ১১৮]

৭.১.৩ সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে প্রতারণা

وَ قَاسَمَهُمَآ اِنِّیۡ لَکُمَا لَمِنَ النّٰصِحِیۡنَ

আর **সে** তাদের নিকট শপথ করল যে, ‘নিশ্চয় আমি তোমাদের উভয়ের জন্য কল্যাণকামীদের একজন’। (আল-বায়ান)

সে শপথ করে তাদের বলল, ‘আমি তোমাদের সত্যিকারের হিতাকাঙ্ক্ষী।’ (তাইসিরুল)

সে তাদের উভয়ের নিকট শপথ করে বললঃ আমি তোমাদের হিতাকাংখীদের অন্যতম। (মুজিবুর রহমান)

And he swore [by Allah] to them, "Indeed, I am to you from among the sincere advisors." (Sahih International)

[(৭:২১) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াতঃ ২১]

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ اَنْفُسَنَا. وَ اِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ

তারা বলল, ‘হে আমাদের রব, আমরা নিজদের উপর যুলম করেছি। আর যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন এবং আমাদেরকে দয়া না করেন তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হব’। (আল-বায়ান)

তারা বলল, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছি, যদি তুমি আমাদেরকে ক্ষমা না কর আর দয়া না কর তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।’ (তাইসিরুল)

তারা বললঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, আপনি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করেন তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব। (মুজিবুর রহমান)

They said, "Our Lord, we have wronged ourselves, and if You do not forgive us and have mercy upon us, we will surely be among the losers." (Sahih International)

[(৭:২৩) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত: ২৩]

قَالَ اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَ لَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّ مَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

তিনি বললেন, ‘তোমরা নেমে যাও। তোমরা **একে অপরের শত্রু** এবং যমীনে তোমাদের জন্য ক্ষণস্থায়ী আবাস ও ভোগ-উপকরণ রয়েছে’। (আল-বায়ান)

তিনি বললেন, ‘তোমরা নেমে যাও, তোমরা **একে অন্যের শত্রু**, পৃথিবীতে তোমাদের অবস্থান ও জীবিকা থাকবে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য।’ (তাইসিরুল)

তিনি (আল্লাহ) বললেনঃ তোমরা **একে অন্যের শত্রু** রূপে এখান থেকে নেমে যাও, তোমাদের জন্য পৃথিবীতে বাসস্থান রয়েছে, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সেখানে জীবন ধারণের উপযোগী সামগ্রীর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। (মুজিবুর রহমান)

[Allah] said, "Descend, being to one another enemies. And for you on the earth is a place of settlement and enjoyment for a time." (Sahih International)

[(৭:২৪) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত: ২৪]

قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَ وَ فِيْهَا تَمُوْتُوْنَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُوْنَ

তিনি বললেন, ‘তোমরা তাতে জীবন যাপন করবে এবং তাতে মারা যাবে। আর তা থেকে তোমাদেরকে বের করা হবে’। (আল-বায়ান)

বললেন, ‘ওখানে তোমরা জীবন যাপন করবে, ওখানেই তোমাদের মৃত্যু হবে, আর তাথেকেই তোমাদেরকে বের করা হবে।’ (তাইসিরুল)

তিনি বললেনঃ সেই পৃথিবীতেই তোমরা জীবন যাপন করবে, সেখানেই তোমাদের মৃত্যু সংঘটিত হবে এবং সেখান হতেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে। (মুজিবুর রহমান)

He said, "Therein you will live, and therein you will die, and from it you will be brought forth." Sahih International

[(৭:২৫) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত: ২৫]

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَ رِيْشًا ۭ وَ لِبَاسُ التَّقْوٰى ۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ ۭ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

হে বনী আদম, আমি তো তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢাকবে এবং যা সৌন্দর্যস্বরূপ। আর তাকওয়ার পোশাক, তা উত্তম। এগুলো আল্লাহর আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (আল-বায়ান)

হে আদাম সন্তান! আমি তোমাদেরকে পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়েছি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য এবং শোভা বর্ধনের জন্য। আর তাকওয়ার পোশাক হচ্ছে সর্বোত্তম পোশাক। ওটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (তাইসিরুল)

হে বানী আদম! আমি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার ও বেশভূষার জন্য তোমাদের পোশাক পরিচ্ছদের উপকরণ অবতীর্ণ করেছি। (বেশ-ভূষার তুলনায়) আল্লাহভীতির পরিচ্ছদই হচ্ছে সর্বোত্তম পরিচ্ছদ। এটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম নিদর্শন, সম্ভবতঃ মানুষ এটা হতে উপদেশ গ্রহণ করবে। (মুজিবুর রহমান)

O children of Adam, We have bestowed upon you clothing to conceal your private parts and as adornment. But the clothing of righteousness - that is best. That is from the signs of Allah that

perhaps they will remember. (Sahih International)

[(৭:২৬) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত: ২৬]

৭.১.৪ আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে

وَّ لَاُضِلَّنَّهُمۡ وَ لَاُمَنِّيَنَّهُمۡ وَ لَاٰمُرَنَّهُمۡ فَلَيُبَتِّكُنَّ اٰذَانَ الۡاَنۡعَامِ وَ لَاٰمُرَنَّهُمۡ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلۡقَ اللّٰهِ ؕ وَ مَنۡ يَّتَّخِذِ الشَّيۡطٰنَ وَلِيًّا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ فَقَدۡ خَسِرَ خُسۡرَانًا مُّبِيۡنًا

'আর অবশ্যই আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদেরকে আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে'। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে **শয়তানকে** অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হল। (আল-বায়ান)

তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই বহু প্রলোভন দেব এবং তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই নির্দেশ দেব, ফলে তারা জন্তু-জানোয়ারের কান ছেদন করবে, আমি তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই নির্দেশ দেব, ফলে তারা অবশ্য অবশ্যই আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে যে কেউ **শয়ত্বানকে** অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে, সে সুস্পষ্টত ক্ষতিগ্রস্ত। (তাইসিরুল)

এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে পথভ্রান্ত করব, তাদেরকে কু-মন্ত্রনা দিব এবং তাদেরকে আদেশ করব যেন তারা পশুর কর্ণ ছেদন করে এবং তাদেরকে আদেশ করব আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে। যে

আল্লাহকে পরিত্যাগ করে **শাইতানকে** বন্ধু রূপে গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (মুজিবুর রহমান)

And I will mislead them, and I will arouse in them [sinful] desires, and I will command them so they will slit the ears of cattle, and I will command them so they will change the creation of Allah." And whoever takes Satan as an ally instead of Allah has certainly sustained a clear loss. (Sahih International)

[(৪:১১৯) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াতঃ ১১৯]

৮.১ শয়তানের ক্ষমতা

وَ اسۡتَفۡزِزۡ مَنِ اسۡتَطَعۡتَ مِنۡهُمۡ بِصَوۡتِكَ وَ اَجۡلِبۡ عَلَيۡهِمۡ بِخَيۡلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شَارِكۡهُمۡ فِى الۡاَمۡوَالِ وَ الۡاَوۡلَادِ وَ عِدۡهُمۡ ؕ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيۡطٰنُ اِلَّا غُرُوۡرًا

‘**তোমার** কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো প্ররোচিত কর, তাদের উপর ঝাপিয়ে পড় **তোমার** অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে এবং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে অংশীদার হও এবং তাদেরকে ওয়াদা দাও’। আর **শয়তান** প্রতারণা ছাড়া তাদেরকে কোন ওয়াদাই দেয় না। (আল-বায়ান)

তাদের মধ্যে **তুমি** যাকে পার উস্কে দাও তোমার কথা দিয়ে, **তোমার** অশ্বারোহী আর পদাতিক বাহিনী দিয়ে তুমি আক্রমণ চালাও, আর তাদের

ধন-সম্পদ ও সন্তানাদিতে ভাগ বসিয়ে দাও (যথেচ্ছভাবে সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় করার পরামর্শ দিয়ে আর সন্তান কামনা ও প্রতিপালনে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘনের উপদেশ দিয়ে) আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও।' **শয়তান** তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তাতো ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। (তাইসিরুল)

তোর আহবানে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস সত্যচ্যুত কর, **তোর** অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ কর এবং তাদের ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা, এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। **শাইতান** তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। (মুজিবুর রহমান)

And incite [to senselessness] whoever you can among them with your voice and assault them with your horses and foot soldiers and become a partner in their wealth and their children and promise them." But Satan does not promise them except delusion. (Sahih International)

[(১৭:৬৪) সূরাঃ আল-ইসরা (বনী-ইসরাঈল), আয়াতঃ ৬৪]

৯.১ শয়তান যার অভিভাবক

৯.১.১ অদৃশ্য শয়তান রূপে

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۗ اِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَ قَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

হে বনী আদম, **শয়তান** যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত না করে, যেভাবে **সে** তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করেছিল; **সে** তাদের পোশাক টেনে নিচ্ছিল, যাতে **সে** তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখাতে পারে। নিশ্চয় **সে** ও তার **দলবল** তোমাদেরকে দেখে যেখানে তোমরা তাদেরকে দেখ না। নিশ্চয় আমি **শয়তানদেরকে** তাদের জন্য অভিভাবক বানিয়েছি, যারা ঈমান গ্রহণ করে না। (আল-বায়ান)

হে আদাম সন্তান! **শয়ত্বান** যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ফিতনায় ফেলতে না পারে যেমনভাবে তোমাদের পিতা-মাতাকে (আদম ও হাওয়াকে) জান্নাত থেকে বের করেছিল। **সে** তাদের পরস্পরকে লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য তাদের দেহ হতে পোষাক খুলিয়ে ফেলেছিল। **সে** আর তার সাথীরা তোমাদেরকে এমনভাবে দেখতে পায় যে তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা ঈমান আনে না তাদের জন্য আমি **শয়ত্বানকে** অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি। (তাইসিরুল)

হে আদম সন্তান! **শাইতান** যেন তোমাদেরকে সেরূপ প্রলুব্ধ করতে না পারে যেরূপ তোমাদের মাতা-পিতাকে (প্রলুব্ধ করে) জান্নাত হতে বহিস্কার করেছিল এবং তাদেরকে তাদের লজ্জাস্থান দেখানোর জন্য বিবস্ত্র করেছিল। **সে (শাইতান)** নিজে এবং তার দল তোমাদেরকে দেখতে পায়, অথচ তোমরা তাদেরকে দেখতে পাওনা। নিঃসন্দেহে আমি অবিশ্বাসীদের জন্য **শাইতানকে** বন্ধু ও অভিভাবক বানিয়ে দিয়েছি। (মুজিবুর রহমান)

O children of Adam, let not Satan tempt you as he removed your parents from Paradise, stripping them of their clothing to show them their private parts. Indeed, he sees you, he and his tribe, from

where you do not see them. Indeed, We have made the devils allies to those who do not believe. (Sahih International)

[(৭:২৭) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত:২৭]

৯.১.২ পিতৃপুরুষদের দোহাই

وَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً قَالُوْا وَجَدْنَا عَلَيْهَآ اٰبَآءَنَا وَ اللّٰهُ اَمَرَنَا بِهَا ؕ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ ؕ اَتَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

আর যখন **তারা** কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে, 'আমরা এতে আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি এবং আল্লাহ আমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন'। বল, 'নিশ্চয় আল্লাহ অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেন না। তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলছ, যা তোমরা জান না'? (আল-বায়ান)

তারা যখন কোন অশ্লীল কাজ করে তখন **তারা** বলে- 'আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে এ কাজই করতে দেখেছি, আর আল্লাহ আমাদেরকে এসব কাজ করার আদেশ দিয়েছেন।' বল, 'আল্লাহ অশ্লীলতার নির্দেশ দেন না, আল্লাহর সম্বন্ধে তোমরা কি এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না?' (তাইসিরুল)

যখন **তারা** কোন লজ্জাস্কর ও অশ্লীল আচরণ করে তখন তারা বলেঃ আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে এসব কাজ করতে দেখেছি এবং আল্লাহও আমাদেরকে এটা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তুমি বলঃ না আল্লাহ কখনও অশ্লীল ও লজ্জাস্কর আচরণের নির্দেশ দেননা, তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে এমন সব কথা বলছ যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই? (মুজিবুর রহমান)

And when they commit an immorality, they say, "We found our fathers doing it, and Allah has ordered us to do it." Say, "Indeed, Allah does not order immorality. Do you say about Allah that which you do not know?" (Sahih International)

[(৭:২৮) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত:২৮]

قُلۡ اَمَرَ رَبِّیۡ بِالۡقِسۡطِ ۫ وَ اَقِیۡمُوۡا وُجُوۡهَکُمۡ عِنۡدَ کُلِّ مَسۡجِدٍ وَّ ادۡعُوۡهُ مُخۡلِصِیۡنَ لَهُ الدِّیۡنَ ؕ کَمَا بَدَاَکُمۡ تَعُوۡدُوۡنَ

বল, 'আমার রব ন্যায়বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন আর তোমরা প্রত্যেক সিজদার সময় তোমাদের চেহারা সোজা রাখবে এবং তাঁরই ইবাদাতের জন্য একনিষ্ঠ হয়ে তাঁকে ডাক'। যেভাবে তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সেভাবে তোমরা প্রথমে ফিরে আসবে। (আল-বায়ান)

বল, 'আমার প্রতিপালক ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিয়েছেন', আর প্রত্যেক সলাতে তোমাদের লক্ষ্য ও মনোযোগকে (তাঁর প্রতি) নিবদ্ধ কর, তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে তাঁকে ডাক। যেভাবে তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে (তোমাদের মৃত্যুর পর আবার জীবিত হয়ে) সেভাবেই তোমরা ফিরে আসবে। (তাইসিরুল)

তুমি বলঃ আমার রাব্ব ন্যায় বিচারের আদেশ দিয়েছেন এবং তোমরা প্রত্যেক সালাতে তোমাদের মনযোগ স্থির রেখ এবং তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধ মনে একনিষ্ঠভাবে তাঁকেই ডাক; তোমাদেরকে প্রথম যেভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমরা তেমনিভাবে ফিরে আসবে। (মুজিবুর রহমান)

Say, [O Muhammad], "My Lord has ordered justice and that you maintain yourselves [in worship of

Him] at every place [or time] of prostration, and invoke Him, sincere to Him in religion." Just as He originated you, you will return [to life] – (Sahih International)

[(৭:২৯) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত: ২৯]

৯.১.৩ কাফিরদের অভিভাবক তাগূত রূপে

اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا ۙ یُخۡرِجُهُمۡ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوۡرِ ؕ وَ الَّذِیۡنَ
كَفَرُوۡۤا اَوۡلِیٰٓـُٔهُمُ الطَّاغُوۡتُ ۙ یُخۡرِجُوۡنَهُمۡ مِّنَ النُّوۡرِ اِلَی الظُّلُمٰتِ
اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِیۡهَا خٰلِدُوۡنَ

যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরী করে, তাদের অভিভাবক হল **তাগূত**। **তারা** তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (আল-বায়ান)

আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক, তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন এবং কাফিরদের অভিভাবক হচ্ছে **তাগুত**, **সে** তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই আগুনের বাসিন্দা, এরা চিরকাল সেখানে থাকবে। (তাইসিরুল)

আল্লাহই হচ্ছেন মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে নিয়ে যান; আর যারা অবিশ্বাস করেছে **তাগুত** তাদের পৃষ্ঠপোষক, **সে** তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়, তারাই

জাহান্নামের অধিবাসী, ওখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। (মুজিবুর রহমান)

Allah is the ally of those who believe. He brings them out from darknesses into the light. And those who disbelieve - their allies are Taghut. They take them out of the light into darknesses. Those are the companions of the Fire; they will abide eternally therein. (Sahih International)

[(২:২৫৭) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াতঃ ২৫৭]

৯.১.৪ পথভ্রষ্ট

فَرِيْقًا هَدٰى وَ فَرِيْقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ ؕ اِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ

এক দলকে তিনি হিদায়াত দিয়েছেন এবং আরেক দলের উপর পথভ্রষ্টতা সাব্যস্ত হয়েছে। নিশ্চয় তারা **শয়তানদেরকে** আল্লাহ ছাড়া অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে। আর তারা মনে করে যে, নিশ্চয় তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত। (আল-বায়ান)

একদলকে তিনি সঠিক পথ দেখিয়েছেন, আর অন্য দলের প্রতি গোমরাহী নির্ধারিত হয়েছে, তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে **শয়তানদেরকে** তাদের অভিভাবক করে নিয়েছে আর মনে করছে যে তারা সঠিক পথে আছে। (তাইসিরুল)

আল্লাহ এক দলকে সৎ পথে পরিচালিত করেছেন এবং অপর দলের জন্য সংগত কারণেই ভ্রান্তি নির্ধারিত হয়েছে,তারা আল্লাহকে ছেড়ে **শাইতানকে** অভিভাবক ও বন্ধু বানিয়েছিল এবং নিজেদেরকে সৎ পথগামী মনে করত। (মুজিবুর রহমান)

A group [of you] He guided, and a group deserved [to be in] error. Indeed, they had taken the devils as allies instead of Allah while they thought that they were guided. (Sahih International)

[(৭:৩০) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত: ৩০]

৯.১.৫ কর্মকে শোভিত

تَاللّٰهِ لَقَدۡ اَرۡسَلۡنَاۤ اِلٰۤى اُمَمٍ مِّنۡ قَبۡلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيۡطٰنُ اَعۡمَالَهُمۡ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الۡيَوۡمَ وَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ

আল্লাহর শপথ, আমি তোমার পূর্বে বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি। অতঃপর **শয়তান** তাদের জন্য তাদের কর্মকে শোভিত করেছে। তাই আজ **সে** তাদের অভিভাবক। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক আযাব। (আল-বায়ান)

আল্লাহর কসম! তোমার পূর্বে আমি বহু জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু **শয়ত্বান** তাদের কাছে তাদের কার্যকলাপকে শোভনীয় করে দিয়েছিল, আর আজ **সে**-ই তাদের অভিভাবক, তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। (তাইসিরুল)

শপথ আল্লাহর! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; কিন্তু **শাইতান** ঐ সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; সুতরাং **সে'ই** আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদেরই জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (মুজিবুর রহমান)

By Allah, We did certainly send [messengers] to nations before you, but Satan made their deeds attractive to them. And he is the disbelievers' ally today [as well], and they will have a painful punishment. (Sahih International)

[(১৬:৬৩) সূরাঃ আন-নাহাল, আয়াত: ৬৩]

১০.১ শয়তানের কৌশল

১০.১.১ অসৎ ও অশ্লীল কাজের নির্দেশ

اِنَّمَا يَاۡمُرُكُمۡ بِالسُّوۡٓءِ وَ الۡفَحۡشَآءِ وَ اَنۡ تَقُوۡلُوۡا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ

নিশ্চয় **সে** তোমাদেরকে আদেশ দেয় মন্দ ও অশ্লীল কাজের এবং আল্লাহর ব্যাপারে এমন কিছু বলতে, যা তোমরা জান না। (আল-বায়ান)

সে তোমাদেরকে শুধু অসৎ এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, আর তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বলার যা তোমরা জান না। (তাইসিরুল)

সে এতদ্ব্যতীত তোমাদেরকে আদেশ করে শাইতানী ও অশ্লীল কাজ করতে এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা যা জাননা তা বলতে। (মুজিবুর রহমান)

He only orders you to evil and immorality and to say about Allah what you do not know. (Sahih International)

[(২:১৬৯) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াতঃ ১৬৯]

১০.১.২ দরিদ্রতার ভয় দেখায়

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ۚ وَ اللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَ فَضْلًا ؕ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং অশ্লীল কাজের আদেশ করে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (আল-বায়ান)

শয়ত্বান তোমাদেরকে গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর বিষয়ের নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ পক্ষ হতে তোমাদের সাথে ক্ষমার ও অনুগ্রহের ওয়াদা করছেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারী, মহাজ্ঞানী। (তাইসিরুল)

শাইতান তোমাদেরকে অভাবের ভীতি প্রদর্শন করে এবং তোমাদেরকে অশ্লীলতার আদেশ করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর নিকট হতে ক্ষমা ও দয়ার অংগীকার করেন। আল্লাহ হচ্ছেন বিপুল দাতা, সর্বজ্ঞ। (মুজিবুর রহমান)

Satan threatens you with poverty and orders you to immorality, while Allah promises you forgiveness from Him and bounty. And Allah is

all-Encompassing and Knowing. (Sahih International)

[(২:২৬৮) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াতঃ ২৬৮]

১০.১.৩ বন্ধুদের ভয় দেখায়

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيۡطٰنُ يُخَوِّفُ اَوۡلِيَآءَهٗ ۪ فَلَا تَخَافُوۡهُمۡ وَ خَافُوۡنِ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ

সে তো **শয়তান**। **সে** তোমাদেরকে **তার বন্ধুদের** ভয় দেখায়। তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা মুমিন হও। (আল-বায়ান)

এ লোকেরা হচ্ছে **শয়তান;** তোমাদেরকে **তার বন্ধুদের** ভয় দেখায়, তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকেই ভয় কর, যদি তোমরা মু'মিন হও। (তাইসিরুল)

নিশ্চয়ই **শাইতান** শুধুমাত্র **তার অলী** হতে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে; কিন্তু যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে তাদেরকে ভয় করনা; এবং আমাকেই ভয় কর। (মুজিবুর রহমান)

That is only Satan who frightens [you] of his supporters. So fear them not, but fear Me, if you are [indeed] believers. (Sahih International)

[(৩:১৭৫) সূরাঃ আলে-ইমরান, আয়াতঃ ১৭৫]

১০.১.৪ মু'মিনগণের তুলনায় অধিক সঠিক পথের দাবিদার

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ اُوۡتُوۡا نَصِيۡبًا مِّنَ الۡكِتٰبِ يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡجِبۡتِ وَ الطَّاغُوۡتِ وَ يَقُوۡلُوۡنَ لِلَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا هٰٓؤُلَآءِ اَهۡدٰى مِنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا سَبِيۡلًا

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কিতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছে? **তারা জিবত** (জিবত (الجبت) অর্থ: মূর্তি, প্রতিমা, যাদুকর, ভেলকিবাজ, যাদু, ভেলকি ইত্যাদি) ও **তাগূতের** প্রতি ঈমান আনে এবং কাফিরদেরকে বলে, **এরা** মুমিনদের তুলনায় অধিক সঠিক পথপ্রাপ্ত। (আল-বায়ান)

যারা কিতাবের জ্ঞানের একাংশ প্রদত্ত হয়েছে, **সেই** লোকদের প্রতি তুমি কি লক্ষ্য করনি, তারা **অমূলক যাদু, প্রতিমা** ও **তাগূতের** প্রতি বিশ্বাস করে এবং কাফিরদের সম্বন্ধে বলে যে **তারা** মু'মিনগণের তুলনায় অধিক সঠিক পথে রয়েছে। (তাইসিরুল)

তুমি কি **তাদের** প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হয়েছে? **তারা মূর্তি ও শাইতানের** প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাফিরদেরকে বলে, মুসলিমদের অপেক্ষা **তারাই** অধিকতর সুপথগামী। (মুজিবুর রহমান)

Have you not seen those who were given a portion of the Scripture, who believe in superstition and false objects of worship and say about the disbelievers, "These are better guided

than the believers as to the way"? (Sahih International)

[(৪:৫১) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত: ৫১]

১০.১.৫ ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত

اَلَمۡ تَرَ اِلَى الَّذِيۡنَ يَزۡعُمُوۡنَ اَنَّهُمۡ اٰمَنُوۡا بِمَاۤ اُنۡزِلَ اِلَيۡكَ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ مِنۡ قَبۡلِكَ يُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ يَّتَحَاكَمُوۡۤا اِلَى الطَّاغُوۡتِ وَ قَدۡ اُمِرُوۡۤا اَنۡ يَّكۡفُرُوۡا بِهٖ وَ يُرِيۡدُ الشَّيۡطٰنُ اَنۡ يُّضِلَّهُمۡ ضَلٰلًا بَعِيۡدًا

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা দাবী করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার উপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। **তারা তাগূতের** কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর **শয়তান** চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে। (আল-বায়ান)

তুমি কি সেই লোকেদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের এবং তোমার আগে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান এনেছে বলে দাবী করে, কিন্তু **তাগূতের** কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, অথচ তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, **শয়ত্বান** তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে বহুদূরে নিয়ে যেতে চায়। (তাইসিরুল)

তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা নিজেদের মুকাদ্দামা **তাগুতের** নিকট নিয়ে যেতে চায়, যদিও তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যেন তাকে অবিশ্বাস করে;

পক্ষান্তরে **শাইতান** তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়। (মুজিবুর রহমান)

Have you not seen those who claim to have believed in what was revealed to you, [O Muhammad], and what was revealed before you? They wish to refer legislation to Taghut, while they were commanded to reject it; and Satan wishes to lead them far astray. (Sahih International)

[(৪:৬০) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত: ৬০]

১০.১.৬ প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি ও প্রলোভন

يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيْهِمْ ؕ وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا

সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়। আর **শয়তান** তাদেরকে কেবল প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতিই দেয়। (আল-বায়ান)

সে তাদেরকে আশ্বাস দেয়, মিথ্যা প্রলোভন দেয়, বস্তুতঃ **শয়ত্বান** তাদেরকে যে আশ্বাস দেয় তা ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয়। (তাইসিরুল)

শাইতান তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় ও আশ্বাস দান করে, কিন্তু **শাইতান** প্রতারণা ব্যতীত তাদেরকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেনা। (মুজিবুর রহমান)

Satan promises them and arouses desire in them. But Satan does not promise them except delusion. (Sahih International)

[(৪:১২০) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত: ১২০]

১০.১.৭ মদ ও জুয়ার মাধ্যমে

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ

শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না? (আল-বায়ান)

মদ আর জুয়ার মাধ্যমে **শয়তান** তো চায় তোমাদের মাঝে শত্রুতা আর বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে, আল্লাহর স্মরণ আর নামায থেকে তোমাদেরকে বাধা দিতে। কাজেই তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে? (তাইসিরুল)

শাইতানতো এটাই চায় যে, মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি হোক এবং আল্লাহর স্মরণ হতে ও সালাত হতে তোমাদেরকে বিরত রাখে। সুতরাং এখনো কি তোমরা নিবৃত্ত হবেনা? (মুজিবুর রহমান)

Satan only wants to cause between you animosity and hatred through intoxicants and gambling and to avert you from the remembrance of Allah and

from prayer. So will you not desist? (Sahih International)

[(৫:৯১) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত: ৯১]

১০.১.৮ দিশেহারা করে দেয়

قُلۡ اَنَدۡعُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنۡفَعُنَا وَ لَا يَضُرُّنَا وَ نُرَدُّ عَلٰٓى اَعۡقَابِنَا بَعۡدَ اِذۡ هَدٰىنَا اللّٰهُ كَالَّذِى اسۡتَهۡوَتۡهُ الشَّيٰطِيۡنُ فِى الۡاَرۡضِ حَيۡرَانَ ۖ لَهٗۤ اَصۡحٰبٌ يَّدۡعُوۡنَهٗۤ اِلَى الۡهُدَى ائۡتِنَا ؕ قُلۡ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الۡهُدٰى ؕ وَ اُمِرۡنَا لِنُسۡلِمَ لِرَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ

বল, ‘আমরা কি ডাকব আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে, যা আমাদেরকে কোন উপকার করে না এবং ক্ষতি করে না? আর আল্লাহ আমাদেরকে পথ দেখানোর পর আমাদেরকে কি ফিরানো হবে আমাদের পশ্চাতে সেই ব্যক্তির ন্যায় যাকে **শয়তান** যমীনে এমন শক্তভাবে পেয়ে বসেছে যে, সে দিশেহারা? **তার** রয়েছে **সহচরবৃন্দ**, **তারা** তাকে সঠিক পথের দিকে ডাকে, ‘আমাদের কাছে আস।’ বল, ‘আল্লাহর পথই সঠিক পথ। আর আমরা রাববুল আলামীনের আনুগত্য করতে আদিষ্ট হয়েছি’ । (আল-বায়ান)

বল, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমরা কি এমন কিছুকে ডাকব যা আমাদের উপকারও করে না, অপকারও করে না? আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত দানের পর আমরা কি পিছনে ফিরে যাব তার মত **শয়ত্বান** যাকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে আর দুনিয়ায় সে ঘুরে মরছে। অথচ **তার সঙ্গী সাথীরা** তাকে সঠিক পথের দিকে ডাক দিয়ে বলছে, এদিকে এসো। বল, আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সত্যিকারের হিদায়াত, বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছে

আত্মসমর্পণ করার জন্যই আমাদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে। (তাইসিরুল)

তুমি বলে দাওঃ আমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করব, যারা আমাদের কোন উপকার করতে পারবেনা এবং আমাদের কোন ক্ষতিও করতে পারবেনা? অধিকন্তু আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শনের পর আমরা কি উল্টা পথে ফিরে যাব? আমরা কি ঐ ব্যক্তির ন্যায় হব যাকে **শাইতান** মরুভূমির মধ্যে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে এবং যে দিশেহারা-লক্ষ্যহারা হয়ে ঘুরে মরছে? তার সহচরেরা তাকে হিদায়াতের দিকে ডেকে বলছে - তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। তুমি বলঃ আল্লাহর হিদায়াতই হচ্ছে সত্যিকারের সঠিক হিদায়াত, আর আমাকে সারা জাহানের রবের সামনে মাথা নত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (মুজিবুর রহমান)

Say, "Shall we invoke instead of Allah that which neither benefits us nor harms us and be turned back on our heels after Allah has guided us? [We would then be] like one whom the devils enticed [to wander] upon the earth confused, [while] he has companions inviting him to guidance, [calling], 'Come to us.' " Say, "Indeed, the guidance of Allah is the [only] guidance; and we have been commanded to submit to the Lord of the worlds. (Sahih International)

[(৬:৭১) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত: ৭১]

১০.১.৯ শয়তানের প্ররোচনা

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وٗرِىَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَ قَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ

অতঃপর **শয়তান** তাদেরকে প্ররোচনা দিল, যাতে **সে** তাদের জন্য প্রকাশ করে দেয় তাদের লজ্জাস্থান, যা তাদের থেকে গোপন করা হয়েছিল এবং **সে** বলল, 'তোমাদের রব তোমাদেরকে কেবল এ জন্য এ গাছ থেকে নিষেধ করেছেন যে, (খেলে) তোমরা ফেরেশতা হয়ে যাবে অথবা তোমরা চিরস্থায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে'। (আল-বায়ান)

অতঃপর **শয়ত্বান** তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল তাদের লজ্জাস্থান প্রকাশ করার জন্য যা তাদের পরস্পরের নিকট গোপন রাখা হয়েছিল; আর বলল, 'তোমাদেরকে তোমাদের রবব এ গাছের নিকটবর্তী হতে যে নিষেধ করেছেন তার কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে (নিকটবর্তী হলে) তোমরা দু'জন ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা (জান্নাতে) স্থায়ী হয়ে যাবে।' (তাইসিরুল)

অতঃপর তাদের লজ্জাস্থান যা পরস্পরের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল তা প্রকাশ করার জন্য **শাইতান** তাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল, **সে** বললঃ তোমাদের রাব্ব এই বৃক্ষের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন, এর কারণ এ ছাড়া কিছুই নয় যে, তোমরা যেন মালাইকা/ফেরেশতা হয়ে না যাও, অথবা এখানে (এই জান্নাতে) চিরন্তন জীবন লাভ করতে না পার। (মুজিবুর রহমান)

But Satan whispered to them to make apparent to them that which was concealed from them of

their private parts. He said, "Your Lord did not forbid you this tree except that you become angels or become of the immortal." (Sahih International)

[(৭:২০) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত: ২০]

১০.১.১০ পথভ্রষ্ট করে

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِىْۤ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ

আর তুমি তাদের উপর সে ব্যক্তির সংবাদ পাঠ কর, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দিয়েছিলাম। অতঃপর সে তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং **শয়তান** তার পেছনে লেগেছিল। ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। (আল-বায়ান)

তাদেরকে ঐ লোকের সংবাদ পড়ে শোনাও যাকে আমি আমার নিদর্শনসমূহ প্রদান করেছিলাম। কিন্তু সে সেগুলোকে এড়িয়ে যায়। অতঃপর **শয়ত্বান** তাকে অনুসরণ করে, ফলে সে পথভ্রষ্টদের দলে শামিল হয়ে যায়। (তাইসিরুল)

তুমি এদেরকে সেই ব্যক্তির বৃত্তান্ত শুনিয়ে দাও, যাকে আমি নিদর্শন দান করেছিলাম, কিন্তু সে উহা বর্জন করে। ফলে **শাইতান** তার পিছনে লেগে যায়, আর সে পথভ্রষ্টদের মধ্যে শামিল হয়ে যায়। (মুজিবুর রহমান)

And recite to them, [O Muhammad], the news of him to whom we gave [knowledge of] Our signs,

but he detached himself from them; so Satan pursued him, and he became of the deviators. (Sahih International)

[(৭:১৭৫) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত: ১৭৫]

১০.১.১১ আমলসমূহ সুশোভিত করে

وَ اِذۡ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيۡطٰنُ اَعۡمَالَهُمۡ وَ قَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الۡيَوۡمَ مِنَ النَّاسِ وَ اِنِّیۡ جَارٌ لَّكُمۡ ۚ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الۡفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰی عَقِبَيۡهِ وَ قَالَ اِنِّیۡ بَرِیۡٓءٌ مِّنۡكُمۡ اِنِّیۡۤ اَرٰی مَا لَا تَرَوۡنَ اِنِّیۡۤ اَخَافُ اللّٰهَ ؕ وَ اللّٰهُ شَدِيۡدُ الۡعِقَابِ

আর যখন **শয়তান** তাদের জন্য তাদের আমলসমূহ সুশোভিত করল এবং বলল, 'আজ মানুষের মধ্য থেকে তোমাদের উপর কোন বিজয়ী নেই এবং নিশ্চয় **আমি** তোমাদের পার্শ্বে অবস্থানকারী'। অতঃপর যখন দু'দল একে অপরকে দেখল, তখন **সে** পিছু হটল এবং বলল, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের থেকে মুক্ত, নিশ্চয় আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখছ না। অবশ্যই আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহ কঠিন আযাবদাতা'। (আল-বায়ান)

স্মরণ কর, যখন **শয়ত্বান** তাদের কার্যকলাপকে তাদের দৃষ্টিতে খুবই চাকচিক্যময় করে দেখিয়েছিল আর তাদেরকে বলেছিল, 'আজ তোমাদেরকে পরাজিত করতে পারে মানুষের মাঝে এমন কেউই নাই, **আমি** তোমাদের পাশেই আছি।' অতঃপর দল দু'টি যখন পরস্পরের দৃষ্টির গোচরে আসলো তখন সে পিছনে সরে পড়ল আর বলল, 'তোমাদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই, আমি তো দেখি (কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

করার জন্য আল্লাহর নাযিলকৃত ফেরেশতা) যা তোমরা দেখতে পাও না, আমি অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করি কেননা আল্লাহ শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর।'(তাইসিরুল)

স্মরণ কর, যখন **শাইতান** তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে খুব চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল, **সে** গর্বভরে বলেছিলঃ কোন মানুষই আজ তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারবেনা, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটই থাকব। কিন্তু উভয় বাহিনীর মধ্যে যখন প্রত্যক্ষ যুদ্ধ শুরু হল তখন **সে** পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে সরে পড়ল এবং বললঃ আমি তোমাদের বিষয়ে দায়িত্ব মুক্ত, আমি যা দেখেছি তোমরা তা দেখনা, আমি আল্লাহকে ভয় করি, আর আল্লাহ শাস্তি দানে খুবই কঠোর। (মুজিবুর রহমান)

And [remember] when Satan made their deeds pleasing to them and said, "No one can overcome you today from among the people, and indeed, I am your protector." But when the two armies sighted each other, he turned on his heels and said, "Indeed, I am disassociated from you. Indeed, I see what you do not see; indeed I fear Allah. And Allah is severe in penalty." (Sahih International)

[(৮:৪৮) সূরাঃ আল-আনফাল, আয়াত: ৪৮]

১০.১.১২ ভুলিয়ে দেয়

وَ قَالَ لِلَّذِیۡ ظَنَّ اَنَّهٗ نَاجٍ مِّنۡهُمَا اذۡکُرۡنِیۡ عِنۡدَ رَبِّکَ ۫ فَاَنۡسٰىهُ الشَّیۡطٰنُ ذِکۡرَ رَبِّهٖ فَلَبِثَ فِی السِّجۡنِ بِضۡعَ سِنِیۡنَ

আর তাদের দু'জনের মধ্যে যে মুক্তি পাবে বলে সে ধারণা করল তাকে বলল, 'তোমার মনিবের কাছে আমার কথা উল্লেখ করবে'। কিন্তু **শয়তান** তাকে স্বীয় মনিবের নিকট উল্লেখ করার বিষয়টি ভুলিয়ে দিল। ফলে সে কয়েক বছর কারাগারে অবস্থান করল। (আল-বায়ান)

তাদের দু'জনের মধ্যে যে জন মুক্তি পাবে ব'লে সে (ইউসুফ) মনে করল তাকে বলল, 'তোমার প্রভুর কাছে আমার সম্পর্কে বলিও।' কিন্তু **শয়তান** তাকে তার প্রভুর কাছে ইউসুফের কথা উল্লেখ করতে ভুলিয়ে দিল। ফলে ইউসুফ বেশ কয়েক বছর কারাগারে আটক থেকে গেল। (তাইসিরুল)

ইউসুফ তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করল, তাকে বললঃ তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বল; কিন্তু **শাইতান** তাকে তার প্রভুর কাছে তার বিষয়ে বলার কথা ভুলিয়ে দিল। সুতরাং ইউসুফ কয়েক বছর কারাগারে রইল। (মুজিবুর রহমান)

And he said to the one whom he knew would go free, "Mention me before your master." But Satan made him forget the mention [to] his master, and Joseph remained in prison several years. (Sahih International)

[(১২:৪২) সূরাঃ ইউসুফ, আয়াতঃ ৪২]

قَالَ اَرَءَيْتَ اِذْ اَوَيْنَاۤ اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّىْ نَسِيْتُ الْحُوْتَ ۫ وَ مَاۤ اَنْسٰنِيْهُ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ ۚ وَ اتَّخَذَ سَبِيْلَهٗ فِى الْبَحْرِ ۖ عَجَبًا

সে বলল, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে, যখন আমরা পাথরটিতে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমি মাছটি হারিয়ে ফেলি। আর আমাকে তা স্মরণ করতে ভুলিয়েছে কেবল **শয়তান** এবং আশ্চর্যজনকভাবে তা সমুদ্রে তার পথ করে নিয়েছে'। (আল-বায়ান)

সঙ্গীটি বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখন্ডে (বসে) ছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। সেটার কথা আপনাকে বলতে **শয়তানই** আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল আর মাছটি বিস্ময়করভাবে সমুদ্রে তার রাস্তা করে চলে গিয়েছিল।' (তাইসিরুল)

সে বললঃ আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখন্ডে বিশ্রাম করছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? **শাইতানই** এ কথা বলতে আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ করে নেমে গেল সমুদ্রে। (মুজিবুর রহমান)

He said, "Did you see when we retired to the rock? Indeed, I forgot [there] the fish. And none made me forget it except Satan - that I should mention it. And it took its course into the sea amazingly". (Sahih International)

[(১৮:৬৩) সূরাঃ আল-কাহফ, আয়াতঃ ৬৩]

১০.১.১৩ ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে

وَ رَفَعَ اَبَوَيۡهِ عَلَى الۡعَرۡشِ وَ خَرُّوۡا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَ قَالَ يٰۤاَبَتِ هٰذَا تَاۡوِيۡلُ رُءۡيَايَ مِنۡ قَبۡلُ ۫ قَدۡ جَعَلَهَا رَبِّيۡ حَقًّا ؕ وَ قَدۡ اَحۡسَنَ بِيۡۤ اِذۡ اَخۡرَجَنِيۡ مِنَ السِّجۡنِ وَ جَآءَ بِكُمۡ مِّنَ الۡبَدۡوِ مِنۡۢ بَعۡدِ اَنۡ نَّزَغَ الشَّيۡطٰنُ بَيۡنِيۡ وَ بَيۡنَ اِخۡوَتِيۡ ؕ اِنَّ رَبِّيۡ لَطِيۡفٌ لِّمَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الۡعَلِيۡمُ الۡحَكِيۡمُ

আর সে তার পিতামাতাকে রাজাসনে উঠাল এবং তারা সকলে তার সামনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং সে বলল, ‘হে আমার পিতা, এই হল আমার ইতঃপূর্বের স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আমার রব তা বাস্তবে পরিণত করেছেন আর তিনি আমার উপর এহসান করেছেন, যখন আমাকে জেলখানা থেকে বের করেছেন এবং তোমাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন, **শয়তান** আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট করার পর। নিশ্চয় আমার রব যা ইচ্ছা করেন, তা বাস্তবায়নে তিনি সূক্ষ্মদর্শী। নিশ্চয় তিনি সম্যক জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়’। (আল-বায়ান)

সে তার পিতা-মাতাকে সিংহাসনে উঠিয়ে নিল আর সকলে তার সম্মানে সাজদাহয় ঝুঁকে পড়ল। ইউসুফ বলল, ‘হে পিতা! এ-ই হচ্ছে আমার সে আগের দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা। আমার রব্ব একে সত্যে পরিণত করেছেন, তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তিনি আমাকে কয়েদখানা থেকে বের করে এনেছেন। আর **শাইত্বান** আমার আর আমার ভাইদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার পরও তিনি আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে (মিসরে) এনে দিয়েছেন। আমার রব্ব যা করতে ইচ্ছে করেন তা সূক্ষ্ম উপায়ে বাস্তবায়িত করে থাকেন, তিনি বড়ই বিজ্ঞ, বড়ই প্রজ্ঞাময়। (তাইসিরুল)

আর ইউসুফ তার মাতা-পিতাকে উচ্চাসনে বসাল এবং তারা সবাই তার সামনে সাজদাহয় লুটিয়ে পড়ল। সে বললঃ হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার রাব্ব ওটা সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হতে মুক্ত করেছেন এবং **শাইতান** আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক নষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমার রাব্ব যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে করে থাকেন, তিনিতো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (মুজিবুর রহমান)

And he raised his parents upon the throne, and they bowed to him in prostration. And he said, "O my father, this is the explanation of my vision of before. My Lord has made it reality. And He was certainly good to me when He took me out of prison and brought you [here] from bedouin life after Satan had induced [estrangement] between me and my brothers. Indeed, my Lord is Subtle in what He wills. Indeed, it is He who is the Knowing, the Wise. (Sahih International)

[(১২:১০০) সূরাঃ ইউসুফ, আয়াতঃ ১০০]

১০.১.১৪ বিশেষভাবে প্ররোচনা

اَلَمۡ تَرَ اَنَّاۤ اَرۡسَلۡنَا الشَّيٰطِيۡنَ عَلَى الۡكٰفِرِيۡنَ تَؤُزُّهُمۡ اَزًّا

তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আমি কাফিরদের জন্য **শয়তানদেরকে** ছেড়ে দিয়েছি; **ওরা** তাদেরকে বিশেষভাবে প্ররোচিত করে? (আল-বায়ান)

তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আমি কাফিরদের জন্য **শয়ত্বানকে** ছেড়ে রেখেছি তাদেরকে মন্দ কর্ম করতে প্ররোচিত করার জন্য। (তাইসিরুল)

তুমি কি লক্ষ্য করনা যে, আমি কাফিরদের জন্য **শাইতানদেরকে** ছেড়ে রেখেছি তাদেরকে মন্দ কর্মে বিশেষভাবে প্রলুব্ধ করার জন্য। (মুজিবুর রহমান)

Do you not see that We have sent the devils upon the disbelievers, inciting them to [evil] with [constant] incitement? (Sahih International)

[(১৯:৮৩) সূরাঃ মারইয়াম, আয়াত: ৮৩]

১০.১.১৫ বন্ধুত্ব

كُتِبَ عَلَيۡهِ اَنَّهٗ مَنۡ تَوَلَّاهُ فَاَنَّهٗ يُضِلُّهٗ وَ يَهۡدِيۡهِ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيۡرِ

তার সম্পর্কে নির্ধারণ করা হয়েছে যে, যে **তার** সাথে বন্ধুত্ব করবে **সে** অবশ্যই তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে প্রজ্জ্বলিত আগুনের শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে। (আল-বায়ান)

যার (অর্থাৎ শয়তানের) সম্পর্কে বিধান করা হয়েছে যে, যে কেউ **তার** সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়বে, **সে** তাকে বিপথগামী করবে, আর তাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শাস্তির দিকে পরিচালিত করবে। তাইসিরুল

তার সম্বন্ধে এই নিয়ম করে দেয়া হয়েছে যে, যে কেহ **তার** সাথে বন্ধুত্ব করবে **সে** তাকে পথভ্রষ্ট করবে এবং তাকে পরিচালিত করবে প্রজ্জ্বলিত অগ্নির দিকে। মুজিবুর রহমান

It has been decreed for every devil that whoever turns to him - he will misguide him and will lead him to the punishment of the Blaze. Sahih International

[(২২:৪) সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াতঃ ৪]

১০.১.১৬ অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ وَ مَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ۭ وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا ۙ وَّ لٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা **শয়তানের** পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করো না। আর যে **শয়তানের** পদাঙ্কসমূহ অনুসরণ করবে, নিশ্চয় **সে** অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেবে। আর যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়া না থাকত, তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না; কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন, পবিত্র করেন। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (আল-বায়ান)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা **শয়ত্বানের** পদাংক অনুসরণ করো না। কেউ শয়ত্বানের পদাংক অনুসরণ করলে সে তাকে নির্লজ্জতা ও অপকর্মের আদেশ দেবে, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের একজনও কক্ষনো পবিত্রতা লাভ করতে পারত না। অবশ্য যাকে ইচ্ছে আল্লাহ পবিত্র করে থাকেন, আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সর্ববিষয়ে অবগত। (তাইসিরুল)

হে মু'মিনগণ! তোমরা **শাইতানের** পদাংক অনুসরণ করনা; কেহ শাইতানের পদাংক অনুসরণ করলে **শাইতানতো** অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়; আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের কেহই কখনও পবিত্র হতে পারতেনা, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করেন, এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (মুজিবুর রহমান)

O you who have believed, do not follow the footsteps of Satan. And whoever follows the footsteps of Satan - indeed, he enjoins immorality and wrongdoing. And if not for the favor of Allah upon you and His mercy, not one of you would have been pure, ever, but Allah purifies whom He wills, and Allah is Hearing and Knowing. (Sahih International)

[(২৪:২১) সূরাঃ আন-নূর, আয়াতঃ ২১]

১০.১.১৭ চরম প্রতারক

لَقَدْ اَضَلَّنِیْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِیْ ؕ وَ كَانَ الشَّیْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا

‘অবশ্যই **সে** তো আমাকে উপদেশবাণী থেকে বিভ্রান্ত করেছিল, আমার কাছে তা আসার পর। আর **শয়তান** তো মানুষের জন্য চরম প্রতারক’। (আল-বায়ান)

সে তো আমাকে উপদেশ বাণী থেকে বিভ্রান্ত করেছিল আমার কাছে তা আসার পর, **শয়ত্বান** মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতক। (তাইসিরুল)

আমাকেতো **সে** বিভ্রান্ত করেছিল আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর; **শাইতানতো** মানুষের জন্য মহাপ্রতারক। (মুজিবুর রহমান)

He led me away from the remembrance after it had come to me. And ever is Satan, to man, a deserter." (Sahih International)

[(২৫:২৯) সূরাঃ আল-ফুরকান, আয়াত: ২৯]

১০.১.১৮ ভ্রান্ত পথের দিশারী

وَجَدْتُّهَا وَ قَوْمَهَا یَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّیْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیْلِ فَهُمْ لَا یَهْتَدُوْنَ

‘আমি তাকে ও তার কওমকে দেখতে পেলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। আর **শয়তান** তাদের কার্যাবলীকে তাদের জন্য

সৌন্দর্যমন্ডিত করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত করেছে, ফলে তারা হিদায়াত পায় না'। (আল-বায়ান)

এবং আমি তাকে আর তার সম্প্রদায়কে দেখলাম আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করতে। **শয়ত্বান** তাদের কাজকে তাদের জন্য শোভন করে দিয়েছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বাধা দিয়ে রেখেছে কাজেই তারা সৎপথ পায় না। (তাইসিরুল)

আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সাজদাহ করছে; **শাইতান** তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎ পথ হতে নিবৃত্ত করেছে; ফলে তারা সৎ পথ প্রাপ্ত হয়না – (মুজিবুর রহমান)

I found her and her people prostrating to the sun instead of Allah, and Satan has made their deeds pleasing to them and averted them from [His] way, so they are not guided, (Sahih International)

[(২৭:২৪) সূরাঃ আন-নামাল, আয়াত: ২৪]

১০.১.১৯ চোখে শোভিত করে

وَ عَادًا وَّ ثَمُوْدَاْ وَ قَدْ تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسٰكِنِهِمْ ۫ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ كَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ

আর 'আদ ও সামূদকে (আমি ধ্বংস করেছিলাম), তাদের আবাসভূমির কিছু তোমাদের জন্য উন্মোচিত হয়েছে। আর **শয়তান** তাদের কাজ তাদের চোখে শোভিত করে তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছিল, যদিও তারা ছিল বিদগ্ধ। (আল-বায়ান)

(স্মরণ কর) ‘আদ ও সামূদ (জাতির) কথা, তাদের বাড়ীঘর হতেই তাদের (করুণ পরিণতি) সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে তোমাদের জানা হয়ে গেছে। তাদের কাজগুলোকে **শয়ত্বান** তাদের দৃষ্টিতে মনোমুগ্ধকর করেছিল। যার ফলে সৎপথে চলতে তাদেরকে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অধিকারী। (তাইসিরুল)

এবং আমি ‘আদ ও ছামূদকে ধ্বংস করেছিলাম; তাদের বাড়ীঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। **শাইতান** তাদের কাজকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল, যদিও তারা ছিল বিচক্ষণ। (মুজিবুর রহমান)

And [We destroyed] 'Aad and Thamud, and it has become clear to you from their [ruined] dwellings. And Satan had made pleasing to them their deeds and averted them from the path, and they were endowed with perception. (Sahih International)

[(২৯:৩৮) সূরাঃ আল-আনকাবূত, আয়াত: ৩৮]

১০.১.২০ পিতৃপুরুষদেরকে অনুসরণে প্ররোচনা

وَ اِذَا قِيۡلَ لَهُمُ اتَّبِعُوۡا مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ قَالُوۡا بَلۡ نَتَّبِعُ مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ اٰبَآءَنَا اَوَ لَوۡ كَانَ الشَّيۡطٰنُ يَدۡعُوۡهُمۡ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيۡرِ

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, ‘আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর’ তখন তারা বলে, ‘বরং আমরা তার অনুসরণ করব যার ওপর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি।’ **শয়তান** তাদেরকে

প্রজ্বলিত আযাবের দিকে আহবান করলেও কি (তারা পিতৃপুরুষদেরকে অনুসরণ করবে)? (আল-বায়ান)

তাদেরকে যখন বলা হয়- আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অনুসরণ কর, তখন তারা বলে- বরং আমরা তারই অনুসরণ করব আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে যে পথ অনুসরণ করতে দেখেছি। **শয়ত্বান** যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে ডাকে, তবুও কি (তারা তারই অনুসরণ করবে)? (তাইসিরুল)

তাদেরকে যখন বলা হয় - আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর তখন তারা বলেঃ বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তারই অনুসরণ করব। **শাইতান** যদি তাদেরকে জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তির দিকে আহবান করে তবুও কি? (মুজিবুর রহমান)

And when it is said to them, "Follow what Allah has revealed," they say, "Rather, we will follow that upon which we found our fathers." Even if Satan was inviting them to the punishment of the Blaze? (Sahih International)

[(৩১:২১) সূরাঃ লুকমান, আয়াত: ২১]

১০.১.২১ বহু দলকে পথভ্রষ্ট করে

وَ لَقَدۡ اَضَلَّ مِنۡكُمۡ جِبِلًّا كَثِيۡرًا ؕ اَفَلَمۡ تَكُوۡنُوۡا تَعۡقِلُوۡنَ

আর অবশ্যই **শয়তান** তোমাদের বহু দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করনি? (আল-বায়ান)

(কিন্তু তোমাদেরকে সতর্ক করে দেয়া সত্ত্বেও) **শয়তান** তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে, তবুও কি তোমরা বুঝ না? (তাইসিরুল)

শাইতানতো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি তোমরা বুঝনি? (মুজিবুর রহমান)

And he had already led astray from among you much of creation, so did you not use reason? (Sahih International)

[(৩৬:৬২) সূরাঃ ইয়াসীন, আয়াত: ৬২]

১০.১.২১ হিদায়াতপ্রাপ্ত হিসাবে ধারণা দেয়

وَ اِنَّهُمۡ لَيَصُدُّوۡنَهُمۡ عَنِ السَّبِيۡلِ وَ يَحۡسَبُوۡنَ اَنَّهُمۡ مُّهۡتَدُوۡنَ

আর নিশ্চয় **তারাই (শয়তান)** মানুষদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়। অথচ মানুষ মনে করে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত। (আল-বায়ান)

তারাই মানুষকে সৎপথে চলতে অবশ্যই বাধা দেয়, আর মানুষ মনে করে যে, তারা সঠিক পথে রয়েছে। (তাইসিরুল)

শাইতানরাই মানুষকে সৎ পথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে যে, তারা সৎ পথে পরিচালিত হচ্ছে। (মুজিবুর রহমান)

And indeed, the devils avert them from the way [of guidance] while they think that they are [rightly] guided (Sahih International)

[(৪৩:৩৭) সূরাঃ আয-যুখরুফ, আয়াত: ৩৭]

১০.১.২২ মিথ্যা আশার সঞ্চার

اِنَّ الَّذِيۡنَ ارۡتَدُّوۡا عَلٰۤى اَدۡبَارِهِمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الۡهُدَى
الشَّيۡطٰنُ سَوَّلَ لَهُمۡ ؕ وَ اَمۡلٰى لَهُمۡ

নিশ্চয় যারা হিদায়াতের পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর তাদের পৃষ্টপ্রদর্শনপূর্বক মুখ ফিরিয়ে নেয়, **শয়তান** তাদের কাজকে চমৎকৃত করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দিয়ে থাকে। (আল-বায়ান)

যাদের কাছে সঠিক পথ সুস্পষ্ট হওয়ার পর তারা পিছনে ফিরে যায়, **শয়ত্বন** তাদের জন্য তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায়, আর তাদেরকে দেয় মিথ্যা আশা। (তাইসিরুল)

যারা নিজেদের নিকট সৎ পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তা পরিত্যাগ করে, **শাইতান** তাদের কাজকে শোভন করে দেখায় এবং তাদের মিথ্যা আশ্বাস দেয়। (মুজিবুর রহমান)

Indeed, those who reverted back [to disbelief] after guidance had become clear to them - Satan enticed them and prolonged hope for them. (Sahih International)

[(৪৭:২৫) সূরাঃ মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৫]

১০.১.২৩ গোপন পরামর্শ হল শয়তানের কুমন্ত্রণা

اِنَّمَا النَّجۡوٰى مِنَ الشَّيۡطٰنِ لِيَحۡزُنَ الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَ لَيۡسَ بِضَآرِّهِمۡ
شَيۡـًٔا اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ ؕ وَ عَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ

গোপন পরামর্শ তো হল মুমিনরা যাতে দুঃখ পায় সে উদ্দেশ্যে কৃত **শয়তানের** কুমন্ত্রণা মাত্র। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া **সে** তাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারে না। অতএব আল্লাহরই ওপর মুমিনরা যেন তাওয়াক্কুল করে। (আল-বায়ান)

গোপন পরামর্শ হল মু'মিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য **শয়ত্বান** প্ররোচিত কাজ। তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। মু'মিনদের কর্তব্য হল একমাত্র আল্লাহরই উপর ভরসা করা। (তাইসিরুল)

শাইতানের প্ররোচনায় হয় এই গোপন পরামর্শ, মু'মিনদেরকে দুঃখ দেয়ার জন্য; কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত **শাইতান** তাদের সামান্যতম ক্ষতি সাধনেও সক্ষম নয়। মু'মিনদের কর্তব্য হল আল্লাহর উপর নির্ভর করা। (মুজিবুর রহমান)

Private conversation is only from Satan that he may grieve those who have believed, but he will not harm them at all except by permission of Allah. And upon Allah let the believers rely. (Sahih International)

[(৫৮:১০) সূরাঃ আল-মুজাদালা, আয়াত:১০]

১০.১.২৪ আল্লাহর যিকির ভুলিয়ে দেয়

اِسۡتَحۡوَذَ عَلَيۡهِمُ الشَّيۡطٰنُ فَاَنۡسٰهُمۡ ذِكۡرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزۡبُ الشَّيۡطٰنِ
اَلَاۤ اِنَّ حِزۡبَ الشَّيۡطٰنِ هُمُ الۡخٰسِرُوۡنَ

শয়তান এদের ওপর চেপে বসেছে এবং তাদেরকে আল্লাহর যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে। এরাই **শয়তানের দল**। জেনে রাখ, নিশ্চয় **শয়তানের দল** ক্ষতিগ্রস্ত। (আল-বায়ান)

শয়ত্বান তাদের উপর প্রভাব খাটিয়ে বসেছে, আর তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। তারা **শয়ত্বানের** দল। জেনে রেখ, শয়ত্বানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত।(তাইসিরুল)

শাইতান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা **শাইতানেরই** দল। সাবধান! **শাইতানের দল** অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। (মুজিবুর রহমান)

Satan has overcome them and made them forget the remembrance of Allah. Those are the party of Satan. Unquestionably, the party of Satan - they will be the losers. (Sahih International)

[(৫৮:১৯) সূরাঃ আল-মুজাদালা, আয়াত: ১৯]

১০.১.২৫ কুফরি করার নির্দেশ

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

(এরা) **শয়তান**-এর ন্যায়, **সে** মানুষকে বলেছিল, 'কুফরি কর', অতঃপর যখন সে কুফরি করল তখন **সে** বলল, **আমি** তোমার থেকে মুক্ত; নিশ্চয় **আমি** সকল সৃষ্টির রব আল্লাহকে ভয় করি। (আল-বায়ান)

(তাদের মিত্ররা তাদেরকে প্রতারিত করেছে) **শয়ত্বানের** মত। যখন মানুষকে **সে** বলে- 'কুফুরী কর'। অতঃপর মানুষ যখন কুফুরী করে তখন **শয়ত্বান** বলে- 'তোমার সাথে **আমার** কোন সম্পর্ক নেই, **আমি** বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।' (তাইসিরুল)

তাদের তুলনা হচ্ছে শাইতান, যখন **সে** মানুষকে বলে, কুফরী কর। অতঃপর যখন **সে** কুফরী করে তখন **শাইতান** বলেঃ তোমার সাথে **আমার** কোন সম্পর্ক নেই, **আমি** জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহকে ভয় করি। (মুজিবুর রহমান)

[The hypocrites are] like the example of Satan when he says to man, "Disbelieve." But when he disbelieves, he says, "Indeed, I am disassociated from you. Indeed, I fear Allah, Lord of the worlds." (Sahih International)

[(৫৯:১৬) সূরাঃ আল-হাশর, আয়াত: ১৬]

১০.১.২৬ অন্তরকে শক্ত করে

فَلَوْلَآ اِذْ جَآءَهُمْ بَاْسُنَا تَضَرَّعُوْا وَ لٰكِنْ قَسَتْ قُلُوْبُهُمْ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

সুতরাং তারা কেন বিনীত হয়নি, যখন আমার আযাব তাদের কাছে আসল? কিন্তু তাদের হৃদয় নিষ্ঠুর হয়ে গিয়েছে। আর তারা যা করত, **শয়তান** তাদের জন্য তা শোভিত করেছে। (আল-বায়ান)

আমার শাস্তি যখন তাদের উপর পড়ল তখন তারা বিনয় নম্রতা অবলম্বন করল না কেন? বরং তাদের অন্তর আরো শক্ত হয়ে গেল, আর তারা যা

করছিল **শয়তান** সেগুলোকে তাদের জন্য (খুব ভাল কাজ হিসেবে) সুশোভিত করে দিয়েছিল। (তাইসিরুল)

সুতরাং তাদের প্রতি যখন আমার শাস্তি এসে পৌঁছল তখন তারা কেন নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করলনা? বরং তাদের অন্তর আরও কঠিন হয়ে পড়ল, আর **শাইতান** তাদের কাজকে তাদের চোখের সামনে সুশোভিত করে দেখাল। (মুজিবুর রহমান)

Then why, when Our punishment came to them, did they not humble themselves? But their hearts became hardened, and Satan made attractive to them that which they were doing. (Sahih International)

[(৬:৪৩) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত: ৪৩]

১০.১.২৭ যাদু শিক্ষা

وَ اتَّبَعُوۡا مَا تَتۡلُوا الشَّیٰطِیۡنُ عَلٰی مُلۡکِ سُلَیۡمٰنَ ۚ وَ مَا کَفَرَ سُلَیۡمٰنُ وَ
لٰکِنَّ الشَّیٰطِیۡنَ کَفَرُوۡا یُعَلِّمُوۡنَ النَّاسَ السِّحۡرَ ٭ وَ مَاۤ اُنۡزِلَ عَلَی
الۡمَلَکَیۡنِ بِبَابِلَ هَارُوۡتَ وَ مَارُوۡتَ ؕ وَ مَا یُعَلِّمٰنِ مِنۡ اَحَدٍ حَتّٰی
یَقُوۡلَاۤ اِنَّمَا نَحۡنُ فِتۡنَۃٌ فَلَا تَکۡفُرۡ ؕ فَیَتَعَلَّمُوۡنَ مِنۡهُمَا مَا یُفَرِّقُوۡنَ بِهٖ
بَیۡنَ الۡمَرۡءِ وَ زَوۡجِهٖ ؕ وَ مَا هُمۡ بِضَآرِّیۡنَ بِهٖ مِنۡ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذۡنِ اللّٰهِ
وَ یَتَعَلَّمُوۡنَ مَا یَضُرُّهُمۡ وَ لَا یَنۡفَعُهُمۡ ؕ وَ لَقَدۡ عَلِمُوۡا لَمَنِ
اشۡتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِی الۡاٰخِرَۃِ مِنۡ خَلَاقٍ ۟ؕ وَ لَبِئۡسَ مَا شَرَوۡا بِهٖۤ
اَنۡفُسَهُمۡ ؕ لَوۡ کَانُوۡا یَعۡلَمُوۡنَ

আর তারা অনুসরণ করেছে, যা **শয়তানরা** সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফরী করেনি; বরং **শয়তানরা** কুফরী করেছে। তারা মানুষকে যাদু শেখাত এবং (তারা অনুসরণ করেছে) যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর। আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, 'আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফরী করো না। এরপরও তারা **এদের** কাছ থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না এবং তারা অবশ্যই জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোন অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতই-না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা জানত। (আল-বায়ান)

এবং সুলায়মানের রাজত্বকালে **শয়ত্বানরা** যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত, মূলতঃ সুলায়মান কুফরী করেনি বরং **শয়ত্বানরাই** কুফুরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু'জন ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর পৌঁছানো হয়েছিল এবং ফেরেশতাদ্বয় কাউকেও (তা) শিখাতো না যে পর্যন্ত না বলত, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী কর না,এতদসত্ত্বেও তারা উভয়ের নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করতো, যদ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতো, মূলতঃ তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহর বিনা হুকুমে কারও ক্ষতি করতে পারত না, বস্তুতঃ এরা এমন বিদ্যা শিখত, যদ্দ্বারা তাদের ক্ষতি সাধিত হত আর এদের কোন উপকার হত না এবং অবশ্যই তারা জানত যে, যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবে না, আর যার পরিবর্তে তারা স্বীয় আত্মাগুলোকে বিক্রয় করেছে, তা কতই না জঘন্য, যদি তারা জানত! (তাইসিরুল)

এবং সুলাইমানের রাজত্বকালে **শাইতানরা** যা আবৃত্তি করত, তারা ওরই অনুসরণ করছে, এবং সুলাইমান অবিশ্বাসী হয়নি - কিন্তু **শাইতানরাই** অবিশ্বাস করেছিল। তারা লোকদেরকে যাদু বিদ্যা এবং যা বাবেল শহরে হারূত-মারূত মালাক/ফেরেশতাদ্বয়ের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত, এবং তারা উভয়ে কেহকেও ওটা এ কথা না বলে শিক্ষা দিতনা যে, 'আমরা পরীক্ষাধীন ছাড়া কিছুই নই, অতএব তোমরা কুফরী করনা'। অনন্তর তারা যাতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটিত হয় তা তাদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত। কিন্তু তারা আল্লাহর আদেশ ব্যতীত তদ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারতনা, কিন্তু তারা ওটাই শিক্ষা করছে যাতে তাদের ক্ষতি হয় এবং তাদের কোন উপকার সাধিত না হয়; এবং নিশ্চয়ই তারা জ্ঞাত আছে - যে কেহ ওটা ক্রয় করেছে তার জন্য আখিরাতে সুখ লাভ নেই এবং তার বিনিময়ে তারা যে আত্মবিক্রয় করেছে তা নিকৃষ্ট - যদি তারা তা জানত! (মুজিবুর রহমান)

And they followed [instead] what the devils had recited during the reign of Solomon. It was not Solomon who disbelieved, but the devils disbelieved, teaching people magic and that which was revealed to the two angels at Babylon, Harut and Marut. But the two angels do not teach anyone unless they say, "We are a trial, so do not disbelieve [by practicing magic]." And [yet] they learn from them that by which they cause separation between a man and his wife. But they do not harm anyone through it except by permission of Allah. And the people learn what

harms them and does not benefit them. But the Children of Israel certainly knew that whoever purchased the magic would not have in the Hereafter any share. And wretched is that for which they sold themselves, if they only knew. (Sahih International)

[(২:১০২) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াতঃ ১০২]

১১.১ শয়তানের ইবাদাত

يٰٓاَبَتِ لَا تَعۡبُدِ الشَّيۡطٰنَ ؕ اِنَّ الشَّيۡطٰنَ كَانَ لِلرَّحۡمٰنِ عَصِيًّا

‘হে আমার পিতা, তুমি **শয়তানের** ইবাদাত করো না। নিশ্চয় **শয়তান** হল পরম করুণাময়ের অবাধ্য’। (আল-বায়ান)

হে আমার পিতা! আপনি **শয়তানের** ‘ইবাদাত করবেন না, **শয়তান** হচ্ছে দয়াময়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। (তাইসিরুল)

হে আমার পিতা! **শাইতানের** ইবাদাত করনা; **শাইতান** আল্লাহর অবাধ্য। (মুজিবুর রহমান)

O my father, do not worship Satan. Indeed Satan has ever been, to the Most Merciful, disobedient. (Sahih International)

[(১৯:৪৪) সূরাঃ মারইয়াম, আয়াতঃ ৪৪]

১২.১ শয়তানের আহার

وَ لَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اِنَّهٗ لَفِسْقٌ ؕ وَ اِنَّ الشَّيٰطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ اِلٰۤى اَوْلِيٰٓـئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ ۚ وَ اِنْ اَطَعْتُمُوْهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ

আর তোমরা তা থেকে আহার করো না, যার উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়নি এবং নিশ্চয় তা সীমালঙ্ঘন এবং **শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে** প্ররোচনা দেয়, যাতে **তারা** তোমাদের সাথে বিবাদ করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয় তোমরা মুশরিক। (আল-বায়ান)

যাতে (যবহ করার সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি তা তোমরা মোটেই খাবে না, তা হচ্ছে পাপাচার, **শায়ত্বনেরা তাদের বন্ধুদেরকে** তোমাদের সঙ্গে তর্ক-ঝগড়া করার জন্য প্ররোচিত করে; যদি তোমরা **তাদের** কথা মান্য করে চল তাহলে তোমরা অবশ্যই মুশরিক হয়ে যাবে। (তাইসিরুল)

আর যে জন্তু যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়না তা তোমরা আহার করনা। কেননা এটা গর্হিত বস্তু, **শাইতানরা** নিজেদের সঙ্গী সাথীদের মনে নানা প্রকার সন্দেহ ও প্রশ্ন সৃষ্টি করে, যেন তারা তোমাদের সাথে ঝগড়া ও বিতর্ক করতে পারে। যদি তোমরা তাদের 'আকীদাহ্ বিশ্বাস ও কাজ কর্মে আনুগত্য কর তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে। (মুজিবুর রহমান)

And do not eat of that upon which the name of Allah has not been mentioned, for indeed, it is grave disobedience. And indeed do the devils

inspire their allies [among men] to dispute with you. And if you were to obey them, indeed, you would be associators [of others with Him]. (Sahih International)

[(৬:১২১) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াতঃ ১২১]

১৩.১ শয়তানের স্পর্শে যারা পাগল

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَ اَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে **শয়তান** স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতই। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হল, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। (আল-বায়ান)

যারা সূদ খায়, তারা সেই লোকের মত দাঁড়াবে যাকে **শয়ত্বান** স্পর্শ দ্বারা বেহুশ করে দেয়, এ শাস্তি এজন্য যে, তারা বলে, 'ক্রয়-বিক্রয় সূদের মতই', অথচ কারবারকে আল্লাহ হালাল করেছেন এবং তিনি সূদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যার নিকট তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে উপদেশবাণী পৌঁছল এবং সে বিরত হল, পূর্বে যা (সূদের আদান-প্রদান) হয়ে গেছে,

তা তারই, তার বিষয় আল্লাহর জিম্মায় এবং যারা আবার আরম্ভ করবে তারাই অগ্নির বাসিন্দা, তারা তাতে চিরকাল থাকবে। (তাইসিরুল)

যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা **শাইতানের** স্পর্শে মোহাভিভূত ব্যক্তির অনুরূপ কিয়ামাত দিবসে দন্ডায়মান হবে; এর কারণ এই যে, তারা বলে, ব্যবসা সুদের অনুরূপ বৈ তো নয়; অথচ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন; অতঃপর যার নিকট তার রবের পক্ষ হতে উপদেশ সমাগত হয়, ফলে সে নিবৃত্ত হয়; সুতরাং যা অতীত হয়েছে তার কৃতকর্ম আল্লাহর উপর নির্ভর; এবং যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করবে তারাই হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানেই চিরকাল অবস্থান করবে। (মুজিবুর রহমান)

Those who consume interest cannot stand [on the Day of Resurrection] except as one stands who is being beaten by Satan into insanity. That is because they say, "Trade is [just] like interest." But Allah has permitted trade and has forbidden interest. So whoever has received an admonition from his Lord and desists may have what is past, and his affair rests with Allah. But whoever returns to [dealing in interest or usury] - those are the companions of the Fire; they will abide eternally therein. (Sahih International)

[(২:২৭৫) সূরাঃ আল-বাকারা, আয়াতঃ ২৭৫]

১৪.১ অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۭ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا

নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা **শয়তানের** ভাই। আর **শয়তান** তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। (আল-বায়ান)

অপচয়কারীরা **শয়তানের** ভাই আর **শয়তান** তো তার প্রতিপালকের প্রতি না-শোকর। (তাইসিরুল)

নিশ্চয়ই যারা অপব্যয় করে তারা **শাইতানের** ভাই এবং **শাইতান** তার রবের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ। (মুজিবুর রহমান)

Indeed, the wasteful are brothers of the devils, and ever has Satan been to his Lord ungrateful. (Sahih International)

[(১৭:২৭) সূরাঃ আল-ইসরা (বনী-ইসরাঈল), আয়াত: ২৭]

১৫.১ শয়তানের পদস্খলন

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ۙ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ
بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ۚ وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্য থেকে যারা পিছু হটে গিয়েছিল সেদিন, যেদিন দু'দল মুখোমুখি হয়েছিল, **শয়তানই** তাদের কিছু কৃতকর্মের ফলে তাদেরকে পদস্খলিত করেছিল। আর অবশ্যই আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, সহনশীল। (আল-বায়ান)

দু'দল পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার দিন তোমাদের মধ্যে যারা পলায়নপর হয়েছিল, তোমাদের কোন কোন অতীত কার্যকলাপের জন্য **শয়ত্বান** তাদের পদস্খলন ঘটিয়েছিল এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ, অতি সহনশীল। (তাইসিরুল)

নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে যারা দু'দলের সম্মুখীন হওয়ার দিন পশ্চাদবর্তীত হয়েছিল তার কারণ **শাইতান** তাদেরকে প্রতারিত করেছিল তাদেরই কোনো পাপের কারণে। কিন্তু আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু। (মুজিবুর রহমান)

Indeed, those of you who turned back on the day the two armies met, it was Satan who caused them to slip because of some [blame] they had earned. But Allah has already forgiven them. Indeed, Allah is Forgiving and Forbearing. (Sahih International)

[(৩:১৫৫) সূরাঃ আলে-ইমরান, আয়াতঃ ১৫৫]

১৬.১ পাপে, সীমালঙ্ঘনে এবং হারাম ভক্ষণে ছুটোছুটি

وَ تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ اَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

আর তুমি **তাদের** মধ্য থেকে অনেককে দেখতে পাবে যে, **তারা** পাপে, সীমালঙ্ঘনে এবং হারাম ভক্ষণে ছুটোছুটি করছে। **তারা** যা করছে, নিশ্চয় তা কতইনা মন্দ! (আল-বায়ান)

তাদের অনেককেই তুমি পাপ, শত্রুতা আর হারাম ভক্ষণের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত দেখতে পাবে। **তারা** যা করে তা কতই না নিকৃষ্ট! (তাইসিরুল)

আর তুমি **তাদের** মধ্যে অনেককে দেখবে, দৌড়ে দৌড়ে পাপ, যুলম ও হারাম ভক্ষণে নিপতিত হচ্ছে; বাস্তবিকই **তারা** খুব মন্দ কাজ করছে। (মুজিবুর রহমান)

And you see many of them hastening into sin and aggression and the devouring of [what is] unlawful. How wretched is what they have been doing. (Sahih International)

[(৫:৬২) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত: ৬২]

تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ اَنْ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَ فِى الْعَذَابِ هُمْ خٰلِدُوْنَ

তাদের মধ্যে অনেককে তুমি দেখতে পাবে, যারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা যা নিজদের জন্য পেশ করেছে, তা কত মন্দ যে, আল্লাহ তাদের উপর ক্রোধান্বিত হয়েছেন এবং তারা আযাবেই স্থায়ী হবে। (আল-বায়ান)

তাদের অনেককে তুমি এমন লোকেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে দেখবে যারা কুফরী করে। তাদের আত্মা তাদের জন্য আগে যা পাঠিয়েছে তা কতই না নিকৃষ্ট যার জন্য আল্লাহর গোস্বা তাদের উপর পতিত হয়েছে আর তারা চিরস্থায়ী 'আযাবে নিমজ্জিত হবে। (তাইসিরুল)

তুমি তাদের (ইয়াহুদীদের) অনেককে দেখবে, তারা কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করছে; যে কাজ তারা ভবিষ্যতের জন্য করেছে তা নিঃসন্দেহে মন্দ,

আল্লাহ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ফলতঃ তারা আযাবে চিরকাল থাকবে। (মুজিবুর রহমান)

You see many of them becoming allies of those who disbelieved. How wretched is that which they have put forth for themselves in that Allah has become angry with them, and in the punishment they will abide eternally. (Sahih International)

[(৫:৮০) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত: ৮০]

১৭.১ শয়তানের ফন্দি অবশ্যই দুর্বল

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا

যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে **তাগূতের** পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর **বন্ধুদের** বিরুদ্ধে। নিশ্চয় **শয়তানের** চক্রান্ত দুর্বল। (আল-বায়ান)

ঈমানদারগণ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে আর যারা কাফির তারা **তাগুতের** পথে যুদ্ধ করে। কাজেই তোমরা **শায়ত্বনের বন্ধুদের** বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, **শায়ত্বনের** ফন্দি অবশ্যই দুর্বল। (তাইসিরুল)

যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা কাফির তারা **শাইতানের** পক্ষে যুদ্ধ করে; সুতরাং তোমরা **শাইতানের**

বন্ধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; নিশ্চয়ই **শাইতানের** কৌশল দুর্বল। (মুজিবুর রহমান)

Those who believe fight in the cause of Allah, and those who disbelieve fight in the cause of Taghut. So fight against the allies of Satan. Indeed, the plot of Satan has ever been weak. (Sahih International)

[(৪:৭৬) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত: ৭৬]

১৮.১ নারীমূর্তি ও শয়তানের পূঁজা

اِنْ يَّدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِلَّآ اِنٰثًا ۚ وَ اِنْ يَّدْعُوْنَ اِلَّا شَيْطٰنًا مَّرِيْدًا

আল্লাহ ছাড়া **তারা** শুধু **নারীমূর্তিকে** ডাকে এবং কেবল (অর্থাৎ উপাসনা করে) অবাধ্য **শয়তানকে** ডাকে। (আল-বায়ান)

তারা আল্লাহকে ছেড়ে শুধু কতকগুলো **দেবীরই** পূজা করে, তারা কেবল আল্লাহদ্রোহী **শায়ত্বনের** পূজা করে। (তাইসিরুল)

তারা তাঁকে পরিত্যাগ করে **নারী মূর্তিদেরকেই** আহবান করে এবং তারা বিদ্রোহী **শাইতানকে** ব্যতীত আহবান করেনা। (মুজিবুর রহমান)

They call upon instead of Him none but female [deities], and they [actually] call upon none but a rebellious Satan. (Sahih International)

[(৪:১১৭) সূরাঃ আন-নিসা, আয়াত: ৪:১১৭]

১৯.১ বাঁদর ও শূকর

قُلۡ هَلۡ اُنَبِّئُكُمۡ بِشَرٍّ مِّنۡ ذٰلِكَ مَثُوۡبَةً عِنۡدَ اللّٰهِ ؕ مَنۡ لَّعَنَهُ اللّٰهُ وَ غَضِبَ عَلَيۡهِ وَ جَعَلَ مِنۡهُمُ الۡقِرَدَةَ وَ الۡخَنَازِيۡرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوۡتَ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ عَنۡ سَوَآءِ السَّبِيۡلِ

বল, 'আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট পরিণতির বিচারে এর চেয়ে মন্দ কিছুর সংবাদ দেব? **যাকে** আল্লাহ লা'নত দিয়েছেন এবং **যার** উপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন? আর **যাদের** মধ্য থেকে বাঁদর ও শূকর বানিয়েছেন এবং **তারা তাগূতের** উপাসনা করেছে। **তারাই** অবস্থানে মন্দ এবং সোজা পথ থেকে সর্বাধিক বিচ্যুত'। (আল-বায়ান)

বল, আমি তোমাদেরকে কি এর চেয়ে খারাপ কিছুর সংবাদ দেব যা আল্লাহর নিকট প্রতিদান হিসেবে আছে? (আর তা হল) **যাকে** আল্লাহ লা'নাত করেছেন, **যার** উপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, **যাদের** কতককে তিনি বানর ও শুকরে পরিণত করেছেন আর **যারা তাগুতের** 'ইবাদাত করেছে **তারাই** সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানের লোক এবং সরল সত্য পথ হতে সবচেয়ে বিচ্যুত। (তাইসিরুল)

তুমি বলে দাওঃ আমি কি তোমাদেরকে এরূপ পন্থা হিসাবে ওটা হতেও (যাকে তোমরা মন্দ বলে জান) এরূপ সংবাদ দিব যা আল্লাহর কাছে অধিক নিকৃষ্ট? ওটা ঐ সব লোকের পন্থা, যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন এবং **যাদের** প্রতি গযব নাযিল করেছেন ও যাদেরকে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করেছেন এবং **যারা তাগুতের** ইবাদাত করছে **তারা** মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত । (মুজিবুর রহমান)

Say, "Shall I inform you of [what is] worse than that as penalty from Allah? [It is that of] those whom Allah has cursed and with whom He became angry and made of them apes and pigs and slaves of Taghut. Those are worse in position and further astray from the sound way." (Sahih International)

[(৫:৬০) সূরাঃ আল-মায়েদা, আয়াত: ৬০]

২০.১ আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক

وَ مِنَ النَّاسِ مَنۡ يُّجَادِلُ فِى اللّٰهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٍ وَّ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيۡطٰنٍ مَّرِيۡدٍ

মানুষের মধ্যে কতক আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করে না জেনে এবং **সে** অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী **শয়তানের**। (আল-বায়ান)

কতক মানুষ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ সম্বন্ধে বাদানুবাদ করে, আর প্রত্যেক অবাধ্য **শয়ত্বানের** অনুসরণ করে। (তাইসিরুল)

মানুষের কতক অজ্ঞতা বশতঃ আল্লাহ সম্বন্ধে বিতন্ডা করে এবং অনুসরণ করে প্রত্যেক বিদ্রোহী **শাইতানের**। (মুজিবুর রহমান)

And of the people is he who disputes about Allah without knowledge and follows every rebellious devil. (Sahih International)

[(২২:৩) সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত:৩]

২১.১ শয়তানের মজলিশে বসা নিষেধ

وَ اِذَا رَاَيۡتَ الَّذِيۡنَ يَخُوۡضُوۡنَ فِىۡۤ اٰيٰتِنَا فَاَعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ حَتّٰى يَخُوۡضُوۡا فِىۡ حَدِيۡثٍ غَيۡرِهٖ ؕ وَ اِمَّا يُنۡسِيَنَّكَ الشَّيۡطٰنُ فَلَا تَقۡعُدۡ بَعۡدَ الذِّكۡرٰى مَعَ الۡقَوۡمِ الظّٰلِمِيۡنَ

আর যখন তুমি তাদেরকে দেখ, যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে উপহাসমূলক সমালোচনায় রত আছে, তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যতক্ষণ না তারা অন্য কথাবার্তায় লিপ্ত হয়। আর যদি **শয়তান** তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, তবে স্মরণের পর যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসো না। (আল-বায়ান)

যখন তুমি দেখ আমার আয়াত নিয়ে তারা উপহাসপূর্ণ আলোচনা করছে তখন তাদের থেকে সরে পড় যে পর্যন্ত তারা অন্য বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়। আর যখন **শয়ত্বান** তোমাকে (আল্লাহর এই নাসীহাত) ভুলিয়ে দেয় তখন স্মরণ হয়ে গেলেই যালিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর বসবে না। (তাইসিরুল)

যখন তুমি দেখবে যে, লোকেরা আমার আয়াতসমূহে দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করছে তখন তুমি তাদের নিকট হতে দূরে সরে যাবে, যতক্ষণ না তারা অন্য কোন প্রসঙ্গে নিমগ্ন হয়। **শাইতান** যদি তোমাকে এটা বিস্মৃত করে তাহলে স্মরণ হওয়ার পর আর ঐ যালিম লোকদের সাথে তুমি বসবেনা। (মুজিবুর রহমান)

And when you see those who engage in [offensive] discourse concerning Our verses, then turn away from them until they enter into another conversation. And if Satan should cause you to

forget, then do not remain after the reminder with the wrongdoing people. (Sahih International)

[(৬:৬৮) সূরাঃ আল-আন'আম, আয়াত: ৬৮]

২২.১ শয়তান থেকে আল্লাহর বিশেষ সুরক্ষা

২২.১.১ শয়তান যাকে স্পর্শ করতে পারে নাই

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَکَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا
فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ ۚ اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, 'হে আমার রব, আমার গর্ভে যা আছে, নিশ্চয় আমি তা খালেসভাবে আপনার জন্য মানত করলাম। অতএব, আপনি আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ'। (আল-বায়ান)

(স্মরণ কর) যখন 'ইমরানের স্ত্রী আরয করেছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার উদরে যা আছে, তাকে আমি একান্ত তোমার উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম, কাজেই আমার পক্ষ হতে তা গ্রহণ কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। (তাইসিরুল)

যখন ইমরান-পত্নী নিবেদন করল, হে আমার রাব্ব! নিশ্চয়ই আমার গর্ভে যা রয়েছে তা আমি মুক্ত করে আপনার উদ্দেশে উৎসর্গ করলাম, সুতরাং আপনি আমা হতে তা গ্রহণ করুন, নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। (মুজিবুর রহমান)

[Mention, O Muhammad], when the wife of 'Imran said, "My Lord, indeed I have pledged to You what is in my womb, consecrated [for Your service], so accept this from me. Indeed, You are the Hearing, the Knowing." (Sahih International)

[(৩:৩৫) সূরাঃ আলে-ইমরান, আয়াত: ৩৫]

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَاۤ اُنْثٰی ؕ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَ لَیْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰی ۚ وَ اِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَ اِنِّیْۤ اُعِیْذُهَا بِكَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ

অতঃপর সে যখন তা প্রসব করল, বলল, ‘হে আমার রব, নিশ্চয় আমি তা প্রসব করেছি কন্যারূপে’। আর আল্লাহই ভাল জানেন সে যা প্রসব করেছে তা সম্পর্কে। ‘আর পুত্র সন্তান কন্যা সন্তানের মত নয় এবং নিশ্চয় আমি তার নাম রেখেছি মারইয়াম। আর নিশ্চয় আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে বিতাড়িত **শয়তান** থেকে আপনার আশ্রয় দিচ্ছি’। (আল-বায়ান)

অতঃপর যখন সে তাকে প্রসব করল, বলে উঠল, হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করেছি এবং আল্লাহ ভাল করেই জানেন যা সে প্রসব করেছে; বস্তুতঃ পুত্র কন্যার মত নয় এবং আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম এবং আমি তাকে ও তার বংশধরকে বিতাড়িত **শয়ত্বান** হতে তোমার আশ্রয়ে ছেড়ে দিলাম। (তাইসিরুল)

অনন্তর যখন সে তা প্রসব করল তখন বললঃ হে আমার রাব্ব! আমিতো কন্যা প্রসব করেছি; এবং সে যা প্রসব করেছে তা আল্লাহ সম্যক অবগত আছেন, এবং কোনো পুত্র এই কন্যার সমকক্ষ নয়! আর আমি কন্যার নাম

রাখলাম ‘মারইয়াম’ এবং আমি তাকে ও তার সন্তানগণকে বিতাড়িত **শাইতান** হতে আপনার আশ্রয়ে সমর্পন করলাম। (মুজিবুর রহমান)

But when she delivered her, she said, "My Lord, I have delivered a female." And Allah was most knowing of what she delivered, "And the male is not like the female. And I have named her Mary, and I seek refuge for her in You and [for] her descendants from Satan, the expelled [from the mercy of Allah]." (Sahih International)

[(৩:৩৬) সূরাঃ আলে-ইমরান, আয়াতঃ ৩৬]

২২.১.২ শয়তান থেকে কক্ষপথসমূহ আল্লাহর সুরক্ষিত

وَ حَفِظْنٰهَا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ

আর আমি তাকে সুরক্ষিত করেছি প্রত্যেক বিতাড়িত **শয়তান** থেকে। (আল-বায়ান)

আর প্রত্যেক অভিশপ্ত **শয়ত্বান** থেকে সেগুলোকে সুরক্ষিত করে দিয়েছি। (তাইসিরুল)

প্রত্যেক অভিশপ্ত **শাইতান** হতে আমি ওকে রক্ষা করি। (মুজিবুর রহমান)

And We have protected it from every devil expelled [from the mercy of Allah] (Sahih International)

[(১৫:১৭) সূরাঃ আল-হিজর, আয়াত: ১৭]

২২.১.৩ শয়তান থেকে নক্ষত্ররাজি সুরক্ষার ব্যবস্থা

وَ حِفۡظًا مِّنۡ كُلِّ شَيۡطٰنٍ مَّارِدٍ

আর প্রত্যেক বিদ্রোহী **শয়তান** থেকে হিফাযত করেছি। (আল-বায়ান)

আর (এটা করেছি) প্রত্যেক বিদ্রোহী **শয়ত্বান** থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা হিসেবে। (তাইসিরুল)

এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক বিদ্রোহী **শাইতান** হতে। (মুজিবুর রহমান)

And as protection against every rebellious devil (Sahih International)

[(৩৭:৭) সূরাঃ আস-সাফফাত, আয়াত: ৭]

২৩.১ শয়তানরা যখন ডুবুরী

وَ مِنَ الشَّيٰطِيۡنِ مَنۡ يَّغُوۡصُوۡنَ لَهٗ وَ يَعۡمَلُوۡنَ عَمَلًا دُوۡنَ ذٰلِكَ ۚ وَ كُنَّا لَهُمۡ حٰفِظِيۡنَ

আর **শয়তানদের** মধ্যে কতক তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এছাড়া অন্যান্য কাজও করত। আর আমিই তাদের জন্য হিফাযতকারী ছিলাম। (আল-বায়ান)

শয়ত্বানদের কতক তার জন্য ডুবুরির কাজ করত, এছাড়া অন্য কাজও করত, আমিই তাদেরকে রক্ষা করতাম। (তাইসিরুল)

এবং **শাইতানদের** মধ্যে কতক তার জন্য ডুবুরীর কাজ করত, এটা ছাড়া অন্য কাজও করত; আমি তাদের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতাম। (মুজিবুর রহমান)

And of the devils were those who dived for him and did work other than that. And We were of them a guardian. (Sahih International)

[(২১:৮২) সূরাঃ আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৮২]

২৪.১ প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী

وَ الشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّآءٍ وَّ غَوَّاصٍ

আর (অনুগত করে দিলাম) প্রত্যেক প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী **শয়তান [জিন] সমূহকেও** (আল-বায়ান)

আর **শয়ত্বানদেরকেও** (তার বশীভূত করে দিলাম), সব ছিল নির্মাতা ও ডুবুরী। (তাইসিরুল)

এবং **শাইতানদেরকে**, যারা সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী। (মুজিবুর রহমান)

And [also] the devils [of jinn] - every builder and diver (Sahih International)

[(৩৮:৩৭) সূরাঃ সোয়াদ, আয়াত: ৩৭]

২৫.১ পবিত্র কোরআনে শয়তানের অপচেষ্টা

২৫.১.১ আল্লাহর ওহীতে ফু' দেয়ার চেষ্টা

وَ مَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِکَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ وَّ لَا نَبِیٍّ اِلَّاۤ اِذَا تَمَنّٰۤی اَلۡقَی الشَّیۡطٰنُ فِیۡۤ اُمۡنِیَّتِہٖ ۚ فَیَنۡسَخُ اللّٰہُ مَا یُلۡقِی الشَّیۡطٰنُ ثُمَّ یُحۡکِمُ اللّٰہُ اٰیٰتِہٖ ؕ وَ اللّٰہُ عَلِیۡمٌ حَکِیۡمٌ

আর আমি তোমার পূর্বে যে রাসূল কিংবা নবী পাঠিয়েছি, সে যখনই (ওহীকৃত বাণী) পাঠ করেছে, **শয়তান** তার পাঠে (কিছু) নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু **শয়তান** যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা মুছে দেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করে দেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়। (আল-বায়ান)

আমি তোমার পূর্বে যে সব রসূল কিংবা নবী পাঠিয়েছি তাদের কেউ যখনই কোন আকাঙ্ক্ষা করেছে তখনই **শয়ত্বান** তার আকাঙ্ক্ষায় (প্রতিবন্ধকতা, সন্দেহ-সংশয়) নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু **শয়ত্বান** যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা মুছে দেন, অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কারণ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রেষ্ঠ হিকমতওয়ালা। (তাইসিরুল)

আমি তোমার পূর্বে যে সব রাসূল কিংবা নাবী প্রেরণ করেছি তাদের কেহ যখনই কিছু আকাংখা করেছে তখনই **শাইতান** তার আকাংখায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। কিন্তু **শাইতান** যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তা বিদূরিত করেন; অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (মুজিবুর রহমান)

And We did not send before you any messenger or prophet except that when he spoke [or recited], Satan threw into it [some misunderstanding]. But Allah abolishes that which Satan throws in; then Allah makes precise His verses. And Allah is Knowing and Wise. (Sahih International)

[(২২:৫২) সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত: ৫২]

২৫.১.২ শয়তান যা নিক্ষেপ করে

لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِى الشَّيْطٰنُ فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّ الْقَاسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَفِىْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ

এটা এজন্য যে, **শয়তান** যা নিক্ষেপ করে, তা যাতে তিনি তাদের জন্য পরীক্ষার বসত্ত বানিয়ে দেন, যাদের অন্তরসমূহে ব্যাধি রয়েছে এবং যাদের হৃদয়সমূহ পাষাণ। আর নিশ্চয় যালিমরা দুস্তর মতভেদে লিপ্ত রয়েছে। (আল-বায়ান)

(তিনি এটা হতে দেন এজন্য) যাতে তিনি **শয়ত্বান** যা মিশিয়ে দিয়েছে তা দ্বারা পরীক্ষা করতে পারেন তাদেরকে যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) ব্যাধি

আছে, যারা শক্ত হৃদয়ের। অন্যায়কারীরা চরম মতভেদে লিপ্ত আছে। (তাইসিরুল)

এটা এ জন্য যে, **শাইতান** যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি ওকে পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, যাদের হৃদয় পাষাণ। নিশ্চয়ই যালিমরা দুস্তর মতভেদে রয়েছে। (মুজিবুর রহমান)

[That is] so He may make what Satan throws in a trial for those within whose hearts is disease and those hard of heart. And indeed, the wrongdoers are in extreme dissension. (Sahih International)

[(২২:৫৩) সূরাঃ আল-হজ্জ, আয়াত: ৫৩]

২৫.১.৩ শয়তানরা কোরআন আনে নাই

وَ مَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ

আর **শয়তানরা** তা নিয়ে অবতরণ করেনি। (আল-বায়ান)

শয়ত্বানরা তা (অর্থাৎ কুরআন) নিয়ে অবতরণ করেনি। (তাইসিরুল)

শাইতানরা ইহা সহ অবতীর্ণ হয়নি। (মুজিবুর রহমান)

And the devils have not brought the revelation down. (Sahih International)

[(২৬:২১০) সূরাঃ আশ-শুআ'রা, আয়াত: ২১০]

২৫.১.৪ কোরআন শয়তানের উক্তি নয়

وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ

আর তা কোন অভিশপ্ত **শয়তানের** উক্তি নয়। (আল-বায়ান)

আর তা কোন অভিশপ্ত **শয়ত্বানের** বাণী নয়। (তাইসিরুল)

এবং ইহা অভিশপ্ত **শাইতানের** বাক্য নয়। (মুজিবুর রহমান)

And the Qur'an is not the word of a devil, expelled [from the heavens]. (Sahih International)

[(৮১:২৫) সূরাঃ আত-তাকভীর, আয়াত: ২৫]

২৬.১ জাহান্নামের গাছের ফল শয়তানের মাথা

طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ

এর ফল যেন **শয়তানের** মাথা; (আল-বায়ান)

এর চূড়াগুলো যেন **শয়ত্বানের** মাথা (অর্থাৎ দেখতে খুবই খারাপ।) (তাইসিরুল)

ওটার মোচা যেন **শাইতানের** মাথা। (মুজিবুর রহমান)

Its emerging fruit as if it was heads of the devils. (Sahih International)

[(৩৭:৬৫) সূরাঃ আস-সাফফাত, আয়াত: ৬৫]

২৭.১ আইউব (আঃ) কে বিভ্রান্ত

وَ اذْكُرْ عَبْدَنَاۤ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗۤ اَنِّیْ مَسَّنِیَ الشَّیْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّ عَذَابٍ

আর স্মরণ কর আমার বান্দা আইউবকে, যখন সে তার রবকে ডেকে বলেছিল, **‘শয়তান** তো আমাকে কষ্ট ও আযাবের ছোঁয়া দিয়েছে’। (আল-বায়ান)

স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ূবের কথা, যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকে বলেছিল- **শয়ত্বান** আমাকে কষ্ট আর ‘আযাবে ফেলেছে (অর্থাৎ আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে আমাকে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দাহ বানানোর জন্য কুমন্ত্রণা দিয়ে চলেছে)। (তাইসিরুল)

স্মরণ কর আমার বান্দা আইয়ুবকে! যখন সে তার রাব্বকে আহবান করে বলেছিলঃ **শাইতানতো** আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলেছে। (মুজিবুর রহমান)

And remember Our servant Job, when he called to his Lord, "Indeed, Satan has touched me with hardship and torment." (Sahih International)

[(৩৮:৪১) সূরাঃ সোয়াদ, আয়াত: ৪১]

২৮.১ শয়তানদের প্রতি জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড নিক্ষেপ

وَ لَقَدۡ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنۡيَا بِمَصَابِيۡحَ وَ جَعَلۡنٰهَا رُجُوۡمًا لِّلشَّيٰطِيۡنِ وَ اَعۡتَدۡنَا لَهُمۡ عَذَابَ السَّعِيۡرِ

আমি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করেছি এবং সেগুলোকে **শয়তানদের** প্রতি নিক্ষেপের বস্তু বানিয়েছি। আর তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের আযাব। (আল-বায়ান)

আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুসজ্জিত করেছি আর **শয়ত্বানকে** তাড়িয়ে দেয়ার জন্য, এবং প্রস্তুত করে রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। (তাইসিরুল)

আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং ওগুলিকে করেছি **শাইতানের** প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। (মুজিবুর রহমান)

And We have certainly beautified the nearest heaven with stars and have made [from] them what is thrown at the devils and have prepared for them the punishment of the Blaze. (Sahih International)

[(৬৭:৫) সূরাঃ আল-মুলক, আয়াতঃ ৫]

২৯.১ শেষ বিচারে

২৯.১.১ নিজের দোষ অস্বীকার

وَ قَالَ الشَّيۡطٰنُ لَمَّا قُضِیَ الۡاَمۡرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمۡ وَعۡدَ الۡحَقِّ وَ وَعَدۡتُّكُمۡ فَاَخۡلَفۡتُكُمۡ ؕ وَ مَا كَانَ لِیَ عَلَیۡكُمۡ مِّنۡ سُلۡطٰنٍ اِلَّاۤ اَنۡ دَعَوۡتُكُمۡ فَاسۡتَجَبۡتُمۡ لِیۡ ۚ فَلَا تَلُوۡمُوۡنِیۡ وَ لُوۡمُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ ؕ مَاۤ اَنَا بِمُصۡرِخِكُمۡ وَ مَاۤ اَنۡتُمۡ بِمُصۡرِخِیَّ ؕ اِنِّیۡ كَفَرۡتُ بِمَاۤ اَشۡرَكۡتُمُوۡنِ مِنۡ قَبۡلُ ؕ اِنَّ الظّٰلِمِیۡنَ لَهُمۡ عَذَابٌ اَلِیۡمٌ

আর যখন যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন **শয়তান** বলবে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলেন সত্য ওয়াদা, তোমাদের উপর **আমার** কোন আধিপত্য ছিল না, তবে **আমিও** তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, এখন **আমি** তা ভঙ্গ করলাম। তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছি, আর তোমরা **আমার** দাওয়াতে সাড়া দিয়েছ। সুতরাং তোমরা **আমাকে** ভৎর্সনা করো না, বরং নিজদেরকেই ভৎর্সনা কর। **আমি** তোমাদের উদ্ধারকারী নই, আর তোমরাও **আমার** উদ্ধারকারী নও। ইতঃপূর্বে তোমরা **আমাকে** যার সাথে শরীক করেছ, নিশ্চয় **আমি** তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয় যালিমদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব’ । (আল-বায়ান)

বিচার-ফায়সালা সম্পন্ন হলে **শয়ত্বান** বলবে, ‘আল্লাহ তোমাদের জন্য যে ওয়া‘দা করেছিলেন তা ছিল সত্য ওয়া‘দা। আর **আমিও** তোমাদেরকে ওয়া‘দা দিয়েছিলাম, কিন্তু **আমি** তার খেলাপ করেছি, তোমাদের উপর **আমার** কোনই প্রভাব ছিল না, **আমি** কেবল তোমাদেরকে আহবান জানিয়েছিলাম আর তোমরা **আমার** আহবানে সাড়া দিয়েছিলে। কাজেই

তোমরা **আমাকে** তিরস্কার করো না, বরং নিজেদেরকেই তিরস্কার কর, এখানে না **আমি** তোমাদের ফরিয়াদ শুনতে পারি, না তোমরা **আমার** ফরিয়াদ শুনতে পার। ইতোপূর্বে তোমরা যে **আমাকে** (আল্লাহর) শরীক করেছিলে **আমি** তা অস্বীকার করছি। যালিমদের জন্য আছে ভয়াবহ শাস্তি।' (তাইসিরুল)

যখন সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে তখন **শাইতান** বলবেঃ আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছিলেন সত্য প্রতিশ্রুতি, **আমিও** তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু **আমি** তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিনি; **আমারতো** তোমাদের উপর কোন আধিপত্য ছিলনা, **আমি** শুধু তোমাদেরকে আহবান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে; সুতরাং তোমরা **আমার** প্রতি দোষারোপ করনা, তোমরা তোমাদের প্রতিই দোষারোপ কর; **আমি** তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই এবং তোমরাও **আমার** উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নও; তোমরা যে পূর্বে **আমাকে** (আল্লাহর) শরীক করেছিলে তার সাথে **আমার** কোনই সম্পর্ক নেই; যালিমদের জন্যতো বেদনাদায়ক শাস্তি আছেই। (মুজিবুর রহমান)

And Satan will say when the matter has been concluded, "Indeed, Allah had promised you the promise of truth. And I promised you, but I betrayed you. But I had no authority over you except that I invited you, and you responded to me. So do not blame me; but blame yourselves. I cannot be called to your aid, nor can you be called to my aid. Indeed, I deny your association of me

[with Allah] before. Indeed, for the wrongdoers is a painful punishment." (Sahih International)

[(১৪:২২) সূরাঃ ইবরাহীম, আয়াতঃ ২২]

২৯.১.২ নিজের দোষ চাপিয়ে দিবে

قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَ لٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ

তার সঙ্গী (শয়তান) বলবে, ‘হে আমাদের ‘রব’, **আমি** তাকে বিদ্রোহী করে তুলিনি, বরং সে নিজেই ছিল সুদূর পথভ্রষ্টতার মধ্যে’। (আল-বায়ান)

তার সঙ্গী বলবে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! আমি তাকে বিদ্রোহী বানাইনি বরং সে নিজেই ছিল সুদূর গুমরাহীর মধ্যে।’ (তাইসিরুল)

তার সহচর শাইতান বলবেঃ হে আমাদের রাব্ব! আমি তাকে অবাধ্য হতে প্ররোচিত করিনি। বস্তুতঃ সে নিজেই ছিল ঘোর বিভ্রান্ত। (মুজিবুর রহমান)

His [devil] companion will say, "Our Lord, I did not make him transgress, but he [himself] was in extreme error." (Sahih International)

[(৫০:২৭) সূরাঃ কাফ, আয়াতঃ ২৭]

২৯.১.৩ শয়তানের অবস্থা

فَوَ رَبِّکَ لَنَحۡشُرَنَّهُمۡ وَ الشَّيٰطِيۡنَ ثُمَّ لَنُحۡضِرَنَّهُمۡ حَوۡلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا

অতএব তোমার রবের কসম, আমি অবশ্যই তাদেরকে ও **শয়তানদেরকে** সমবেত করব, অতঃপর জাহান্নামের চারপাশে নতজানু অবস্থায় তাদেরকে হাযির করব। (আল-বায়ান)

কাজেই তোমার রব্বের কসম! আমি তাদেরকে অবশ্য অবশ্যই একত্রিত করব আর **শয়তানদেরকেও**। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের চতুষ্পার্শ্বে নতজানু অবস্থায় অবশ্য অবশ্যই হাজির করব। (তাইসিরুল)

সুতরাং শপথ তোমার রবের! আমিতো তাদেরকে **শাইতানদেরসহ** একত্রে সমবেত করবই এবং পরে আমি তাদেরকে নতজানু অবস্থায় জাহান্নামের চতুর্দিকে উপস্থিত করবই। (মুজিবুর রহমান)

So by your Lord, We will surely gather them and the devils; then We will bring them to be present around Hell upon their knees. (Sahih International)

[(১৯:৬৮) সূরাঃ মারইয়াম, আয়াত: ৬৮]

২৯.১.৪ শয়তানের সঙ্গীর উক্তি

حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِىْ وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ

অবশেষে যখন **সে** আমার নিকট আসবে তখন **সে** [তার শয়তান সংগীকে উদ্দেশ্য করে] বলবে, 'হায়, আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান থাকত' সুতরাং কতইনা নিকৃষ্ট সে সঙ্গী! (আল-বায়ান)

অবশেষে **সে** যখন আমার কাছে আসবে, তখন **শয়ত্বানকে** বলবে, হায়! আমার ও তোমার মাঝে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত! কতই না নিকৃষ্ট সহচর সে! (তাইসিরুল)

অবশেষে যখন **সে** আমার নিকট উপস্থিত হবে তখন সে **শাইতানকে** বলবেঃ হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত! কত নিকৃষ্ট সহচর সে! (মুজিবুর রহমান)

Until, when he comes to Us [at Judgement], he says [to his companion], "Oh, I wish there was between me and you the distance between the east and west - how wretched a companion." (Sahih International)

[(৪৩:৩৮) সূরাঃ আয-যুখরুফ, আয়াত: ৩৮]

৩০.১ শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয়

৩০.১.১ শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহকে স্মরণ

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰۤئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ

নিশ্চয় যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে যখন তাদেরকে **শয়তানের** পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা স্পর্শ করে তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে। তখনই তাদের দৃষ্টি খুলে যায়। (আল-বায়ান)

যারা তাক্বওয়া অবলম্বন করে **শায়ত্বনের** স্পর্শে তাদের মনে কুমন্ত্রণা জাগলে তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন তাদের ঈমান-চক্ষু খুলে যায়। (তাইসিরুল)

যারা আল্লাহভীরু, **শাইতান** যখন তাদেরকে কু-মন্ত্রণা দেয়, সাথে সাথে তারা আত্মসচেতন হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের জ্ঞান চক্ষু ফিরে পায়। (মুজিবুর রহমান)

Indeed, those who fear Allah - when an impulse touches them from Satan, they remember [Him] and at once they have insight. (Sahih International)

[(৭:২০১) সূরাঃ আল-আ'রাফ, আয়াত: ২০১]

৩০.১.২ কুমন্ত্রনা থেকে আল্লাহর আশ্রয়

وَ قُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ

আর বল, ‘হে আমার রব, আমি **শয়তানের** প্ররোচনা থেকে আপনার কাছে পানাহ চাই’। (আল-বায়ান)

আর বল : ‘হে আমার প্রতিপালক! আমি **শয়ত্বানের** কুমন্ত্রণা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (তাইসিরুল)

আর বলঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি **শাইতানের** প্ররোচনা হতে। (মুজিবুর রহমান)

And say, "My Lord, I seek refuge in You from the incitements of the devils, (Sahih International)

[(২৩:৯৭) সূরাঃ আল-মুমিনুন, আয়াত: ৯৭]

৩১.১.৩ আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

وَ اِمَّا يَنْزَغَنَّکَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

আর যদি **শয়তানের** পক্ষ থেকে কোন কুমন্ত্রণা কখনো তোমাকে প্ররোচিত করে, তাহলে তুমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। (আল-বায়ান)

শয়ত্বানের পক্ষ থেকে যদি তুমি কুমন্ত্রণা অনুভব কর, তাহলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। (তাইসিরুল)

যদি **শাইতানের** কু-মন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহকে স্মরণ করবে; তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (মুজিবুর রহমান(

And if there comes to you from Satan an evil suggestion, then seek refuge in Allah. Indeed, He is the Hearing, the Knowing. (Sahih International)

[(৪১:৩৬) সূরাঃ হা-মীম আস-সাজদা (ফুসসিলাত), আয়াত: ৩৬]

৩১.১.৪ শয়তান হতে আশ্রয় চাওয়ার পূর্ণাঙ্গ সূরা

সূরাঃ ১১৪/ আন-নাস

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ

বল, ‘আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব, (আল-বায়ান)

বল, ‘আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, (তাইসিরুল)

বলঃ আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের রবের, (মুজিবুর রহমান)

Say, "I seek refuge in the Lord of mankind, (Sahih International)

[(১১৪:১) সূরাঃ আন-নাস, আয়াত:১]

مَلِكِ النَّاسِ

মানুষের অধিপতি, (আল-বায়ান)

মানুষের অধিপতির, (তাইসিরুল)

যিনি মানবমন্ডলীর বাদশাহ বা অধিপতি। (মুজিবুর রহমান)

The Sovereign of mankind. (Sahih International)

[(১১৪:২) সূরাঃ আন-নাস, আয়াত: ২]

اِلٰهِ النَّاسِ

মানুষের ইলাহ-এর কাছে, (আল-বায়ান)

মানুষের প্রকৃত ইলাহর, (তাইসিরুল)

যিনি মানবমন্ডলীর উপাস্য। (মুজিবুর রহমান)

The God of mankind, (Sahih International)

[(১১৪: ৩) সূরাঃ আন-নাস, আয়াত: ৩]

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ

কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে দ্রুত **আত্মগোপন** করে। (আল-বায়ান)

যে নিজেকে লুকিয়ে রেখে বার বার এসে কুমন্ত্রণা দেয় তার অনিষ্ট হতে, (তাইসিরুল)

আত্মগোপনকারী কু-মন্ত্রণাদাতার অনিষ্টতা হতে। (মুজিবুর রহমান)

From the evil of the retreating whisperer – (Sahih International)

[(১১৪:৪) সূরাঃ আন-নাস, আয়াত: ৪]

الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ

যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়। (আল-বায়ান)

যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে (তাইসিরুল)

যে কু-মন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, (মুজিবুর রহমান)

Who whispers [evil] into the breasts of mankind – (Sahih International)

[(১১৪:৫) সূরাঃ আন-নাস, আয়াত: ৫]

مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

জিন ও মানুষ থেকে। (আল-বায়ান)

(এই কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) **জিন্নের** মধ্য হতে এবং **মানুষের** মধ্য হতে। (তাইসিরুল)

জিনের মধ্য হতে অথবা **মানুষের** মধ্য হতে। (মুজিবুর রহমান)

From among the jinn and mankind." (Sahih International)

[(১১৪:৬) সূরাঃ আন-নাস, আয়াত: ৬]